মধ্য-লীলা।

দশম পরিচ্ছেদ

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥ ১

জয়জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র-রাজা তবে বোলাইলা সার্ব্বভৌমে ॥ ২

বসিতে আসন দিলা করি নমস্কারে।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে— ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

তমিতি। তং গৌরজলদং গৌরমেঘং বন্দে যো গৌরমেঘঃ স্বস্য নিজস্য দর্শনামৃতৈঃ দর্শন-জলকরণৈঃ বিচ্ছেদ এব অবগ্রহঃ বৃষ্টিব্যাঘাত স্তেন ম্লানাঃ শুষ্কপ্রায়া ভক্তা এব শস্যানি অজীবয়ৎ পুষ্টং কৃতবানিত্যর্থঃ। শ্লোকমালা। ১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তবৎসলায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। মধ্যলীলার এই দশম পরিচ্ছেদে—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শন পাওয়ার নিমিত্ত সার্ব্বভৌমের নিকটে রাজা-প্রতাপরুদ্রের অনুনয়, প্রতাপরুদ্র-ব্যতীত পুরুষোত্তমবাসী অন্যান্য ভক্তের সহিত প্রভুর মিলন, কৃষ্ণদাস-ব্রাহ্মণের নবদ্বীপ-গমন, শ্রীঅদ্বৈতাদি-গৌড়ীয় ভক্তগণের নীলাচলে আগমনের জন্য উদ্যোগ, প্রভুর সহিত স্বরূপ-দামোদরের মিলন, ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর চর্ম্মাম্বর-পরিত্যাগাদি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যঃ (যিনি) বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যানি (স্বীয় বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিবশতঃ শুষ্কপ্রায় ভক্তরূপ শস্যসকলকে) স্বস্য (নিজের) দর্শনামৃতৈঃ (দর্শনরূপ জলদ্বারা) অজীবয়ৎ (পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন), তং গৌরজলদং (সেই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ মেঘকে) বন্দে (আমি বন্দনা করি)।

অনুবাদ। যিনি নিজবিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিবশতঃ শুষ্কপ্রায় ভক্তরূপ শস্য সকলকে, নিজের দর্শনরূপ জলদ্বারা, পরিপুষ্ট করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গরূপ মেঘকে বন্দনা করি। ১

অনাবৃষ্টির (বৃষ্টির অভাবের) ফলে শস্যসমূহ যেমন শুকাইয়া নির্জীব হইয়া যায়, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিরহেও সমস্ত ভক্তবৃন্দ তদ্রূপ দুঃখে যেন নির্জীব হইয়াছিলেন। অনাবৃষ্টির পরে বৃষ্টি হইলে শুষ্কপ্রায় নির্জীব শস্যসমূহ যেমন পুনরায় সজীব ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া নির্জীবপ্রায় ভক্তবৃন্দও আবার যেন সজীব—প্রফুল্ল—হইয়া উঠিলেন—তাঁহাদের দেহে যেন প্রাণ ফিরিয়া আসিল। তাই এই শ্লোকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে মেঘের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

২। **প্রতাপরুদ্ররাজা**—রাজা প্রতাপরুদ্র; ইঁনি ছিলেন উড়িষ্যার স্বাধীন নরপতি; শ্রীক্ষেত্রও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল কটক। **বোলাইলা**—নিজের নিকটে ডাকাইয়া আনিলেন।

৩। **বার্ত্তা**—কথা; প্রসঙ্গ। পরবর্ত্তী দুই পয়ারে এই বার্ত্তা লিখিত হইয়াছে।

শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয়।
গৌড় হৈতে আইলা তেঁহো মহাকৃপাময় ॥ ৪
তোমারে বহুকৃপা কৈলা—কহে সর্ববজন।
কৃপা করি করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥ ৫
ভট্ট কহে—যে শুনিলে, সে-ই সত্য হয়।
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥ ৬
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহয়ে নির্জ্জনে।
স্বপ্নেহ না করে তেঁহো রাজ-দরশনে ॥ ৭
তথাপি প্রকারে তোমায় করাইতাম দরশন।
সম্প্রতি করিল তেঁহো দক্ষিণ-গমন ॥ ৮
রাজা কহে—জগন্নাথ-ছাড়ি কেনে গেলা?
ভট্ট কহে—মহান্তের এই এক লীলা ॥ ৯
তীর্থ পবিত্র করিতে করেন তীর্থভ্রমণ।
সেই-ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক-জন ॥ ১০

তথাহি (ভাঃ ১।১৩।১০)—
ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

৪-৫। এই দুই পয়ার সর্ব্বভৌমের প্রতি প্রতাপরুদ্রের উক্তি। তাঁহার সহিত মহাপ্রভুর দর্শন করাইবার নিমিত্ত রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে অনুরোধ করিলেন।

৬-৮। ভট্ট—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। **যে শুনিলে** ইত্যাদি—তিনি (প্রভু) যে মহাশয়, মহাকৃপাময় এবং আমাকেও যে তিনি বহু কৃপা করিয়াছেন—ইত্যাদি কথা তুমি যাহা শুনিয়াছ, তাহার সমস্তই সত্য। **তাঁহার দর্শন** ইত্যাদি—কিন্তু তোমার পক্ষে তাঁহার দর্শন পাওয়া সম্ভব নহে। (পরবর্ত্তী পয়ারে ইহার কারণ বলা হইয়াছে)। **বিরক্ত সন্ন্যাসী** ইত্যাদি—তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, বিষয়ীর সংস্পর্শ-ভয়ে তিনি সর্ব্বদা প্রায় নির্জ্জনেই থাকেন; স্বপ্নেও তিনি রাজ-দর্শন করিবেন না। (রাজা বিষয়ী বলিয়া তিনি রাজ-দর্শন করেন না)। **তথাপি**—তিনি রাজ-দর্শন না করিলেও। **প্রকারে**—কোনও প্রকারে; কৌশলে। **তোমায়** করাইতাম ইত্যাদি—কৌশলক্রমে, তোমাকে তিনি দেখিতে না পায়েন, অথচ তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাও, এমন স্থানে তোমাকে রাখিয়া দেখাইতে পারিতাম—যদি তিনি এখানে থাকিতেন; কিন্তু তিনি এখন এখানে নাই; অল্প কিছুকাল হইল, তিনি দক্ষিণদেশ-ভ্রমণে গিয়াছেন।

৯-১০। মহান্তের—নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষদিগের।

তীর্থ পবত্রি করিতে—বিষয়াসক্ত পাপীলোকদিগের স্পর্শে তীর্থস্থানগুলিও অপবিত্র হইয়া যায়; সময় সময় নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণ তীর্থস্থানে আসিলে তাঁহাদের চরণস্পর্শে তীর্থের সেই অপবিত্রতা দূরীভূত হয়, তীর্থস্থানগুলি আবার পবিত্র হইয়া উঠে। এইরূপে, মহাপুরুষগণ যে তীর্থদর্শনে আসেন, তাহাতে তাঁহাদের যত না উপকার হয়, তদপেক্ষা অনেক বেশী উপকার হয় তীর্থস্থলগুলির। তাই ইহা বলা যায়—বস্তুতঃ তীর্থস্থলগুলিকে পবিত্র করার জন্যই মহাপুরুষগণ তীর্থভ্রমণে আসেন। **সেই ছলে**—তীর্থ-ভ্রমণের ছলে। **নিস্তারয়ে** ইত্যাদি—তীর্থ পবিত্র করিবার জন্য তাঁহারা যখন তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েন, তখন যে যে স্থান দিয়া তাঁহারা যাতায়াত করেন, সেই সেই স্থানের সংসারাসক্ত লোকগণ তাঁহাদের দর্শন-স্পর্শনাদির প্রভাবে—তাঁহাদের পদরজের প্রভাবে—কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহাদের সংসারাসক্তি মন্দীভূত হইয়া যায়; আর তীর্থ-স্থানগুলিকে পবিত্র করিয়াও তাঁহারা বহু তীর্থযাত্রীর উদ্ধারের কারণ হইয়া থাকেন। ১।১।৩১-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

এই পয়ারের ধ্বনি এই যে—মহাপ্রভু যে দক্ষিণদেশস্থ তীর্থগুলি দর্শন করিতে গিয়াছেন, তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য—তত্তৎ-তীর্থগুলিকে পবিত্র করা এবং যাতায়াত উপলক্ষ্যে পথিপার্শ্বস্থ সংসারাসক্ত লোকদিগের উদ্ধার করা।

এই পয়ারোক্তির প্রমাণরূপে নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো। ২। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।১।৩১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ২।৮।৩ শ্লোকের টীকাও দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবের এই হয় স্বভাব নিশ্চল।
তেঁহো জীব নহে—হয় স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥ ১১
রাজা কহে—তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে
পায়ে পড়ি যত্ন করি কেনে না রাখিলে ?॥ ১২
ভট্টাচার্য্য কহে—তেঁহো ঈশ্বর স্বতন্ত্র।
সাক্ষাৎ কৃষ্ণ তেঁহো—নহে পরতন্ত্র॥ ১৩
তথাপি রাখিতে তাঁরে বহু যত্ন কৈল।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ইচ্ছা, রাখিতে নারিল॥ ১৪
রাজা কহে—ভট্ট! তুমি বিজ্ঞশিরোমণি।
তুমি তাঁরে 'কৃষ্ণ' কহ—তাতে সত্য মানি॥ ১৫
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হবে আগমন।
একবার দেখি করি সফল নয়ন॥ ১৬
ভট্টাচার্য্য কহে—তেঁহো আসিব অল্পকালে।
রহিতে তাঁরে এক স্থান চাহিয়ে বিরলে॥ ১৭
ঠাকুরের নিকট আর হইবে নির্জ্জনে।
ঐছে নির্ণয় করি দেহ এক স্থানে॥ ১৮
রাজা কহে—ঐছে কাশীমিশ্রের সদন।
ঠাকুরের নিকট হয় পরম নির্জ্জন॥ ১৯
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হৈয়া।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল সব গিয়া॥ ২০
কাশীমিশ্র কহে—আমি বড় ভাগ্যবান্।
মোর ঘরে প্রভুপাদের হবে অবস্থান॥ ২১
এইমত পুরুষোত্তমবাসী যত জন।
প্রভুরে মিলিতে সভার উৎকণ্ঠিত মন॥ ২২
সবলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাঢ়িলা।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে তবহি আইলা॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

১১। বৈষ্ণবেরাই যখন জীব-উদ্ধারের নিমিত্ত তীর্থ-ভ্রমণের ছলে স্বস্থান হইতে বহির্গত হয়েন, তখন স্বতন্ত্র-ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য যে বহির্গত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

তেঁহো জীব নহে—শ্রীমন্ মহাপ্রভু জীবতত্ত্ব নহেন; জীব স্বতন্ত্র নহে, নিজের ইচ্ছামত সাধারণতঃ অনেক কাজই করিতে পারে না; তথাপি জীব-তত্ত্ব বৈষ্ণবগণ স্বেচ্ছামত সাংসারিক জীবদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত তীর্থভ্রমণে বাহির হয়েন। **স্বতন্ত্র ঈশ্বর**—কিন্তু মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্, নিজের যখন যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারেন; বিশেষতঃ "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব। ৩।২।৫।"; সুতরাং তিনি যে জীব-নিস্তারের নিমিত্ত তীর্থ-ভ্রমণের ছলে বাহির হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

১৩। **নহে পরতন্ত্র**—পরাধীন নহেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, স্বয়ং ভগবান্ এবং স্বতন্ত্র পুরুষ; তিনি কাহারও অধীন নহেন, কেহই তাঁহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না; সুতরাং সামান্য জীব আমি (সার্ব্বভৌম) তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে কিরূপে রাখিব ? **স্বতন্ত্র**—যিনি নিজের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

১৫। **বিজ্ঞশিরোমণি**—জ্ঞানী লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাজা বলিলেন—"সার্ব্বভৌম! বিজ্ঞ লোকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়াই আমি তোমাকে মনে করি; তাই তোমার কথা বিশ্বাস করি। তুমি যখন বলিতেছ, শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন আমিও তাহা বিশ্বাস করিতেছি।"

১৭। **বিরলে**—নির্জ্জনে। তাঁহার থাকিবার জন্য একটা নির্জ্জন স্থানের দরকার।

১৮। **ঠাকুরের নিকটে**—শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী। প্রভুর বাসস্থান শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী হইলে দর্শনাদির সুবিধা হইবে বলিয়াই নিকটবর্ত্তী স্থানের কথা বলা হইল।

১৯-২০। **সদন**—বাড়ী। **কহিল সব**—প্রভু যে তাঁহার বাড়ীতেই থাকিবেন, সার্ব্বভৌম কাশীমিশ্রকে তাহা বলিলেন।

২২। **পুরুষোত্তমবাসী**—শ্রীক্ষেত্রবাসী।

২৩। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দর্শনের নিমিত্ত শ্রীক্ষেত্রবাসী সকলেরই উৎকণ্ঠা যখন অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পাইল, তখনই প্রভুও দক্ষিণ-ভ্রমণ হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। বস্তুতঃ এই ব্যাপারে প্রভু ইহাই দেখাইলেন যে—ভগবান্‌কে

শুনি আনন্দিত হৈল সভাকার মন।
সভে মেলি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন—॥ ২৪
প্রভু-সহ আমা সভার করাহ মিলন।
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্যচরণ॥ ২৫
ভট্টাচার্য্য কহে—কালি কাশীমিশ্রের ঘরে।
প্রভু যাইবেন তাহাঁ মিলাইব সভারে॥ ২৬
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সঙ্গে।
জগন্নাথ দরশন কৈল মহারঙ্গে॥ ২৭
মহাপ্রসাদ দিয়া তাহাঁ মিলিলা সেবকগণ।
মহাপ্রভু সভাকারে কৈল আলিঙ্গন॥ ২৮
দর্শন করি মহাপ্রভু চলিলা বাহিরে।
ভট্টাচার্য্য নিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে॥ ২৯
কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে।
গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে॥ ৩০
প্রভু চতুর্ভুজ মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
আত্মস্মাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল॥ ৩১
তবে মহাপ্রভু তাহাঁ বসিলা আসনে।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে॥ ৩২
সুখী হৈলা প্রভু দেখি বাসার সংস্থান।
যেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব সমাধান॥ ৩৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পাইবার একমাত্র উপায় হইল উৎকণ্ঠা। "যস্য শ্রীভগবৎপ্রাপ্তাবুৎকটেচ্ছা যতো ভবেৎ। স তত্রৈব লভেতামুং ন তু বাসোঽস্য লাভকৃৎ॥ বৃ, ভা, ১।৪।৩৩॥—যাঁহার যে স্থানে শ্রীভগবানের প্রাপ্তি-বিষয়ে উৎকট ইচ্ছা জন্মে, তিনি সেই স্থানেই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন। প্রভু অমুক স্থানে থাকেন, সুতরাং সেই স্থানেই তাঁর দর্শন মিলিবে—এরূপ কোনও নিয়ম নাই।" বিভু-তত্ত্ব ভগবান্ সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার দর্শনলাভের জন্য কোনও ভক্তের যদি বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে, তাহা হইলে ভগবান্ কৃপা করিয়া তৎক্ষণাৎই দর্শন দিয়া সেই ভক্তকে কৃতার্থ করেন—সেই ভক্ত যে স্থানে থাকেন, সেই স্থানেই। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এইভাবে গলৎ-কুষ্ঠী বাসুদেবকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন (মধ্যলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ভজনাদিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে প্রেমের উদয়েই শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্য বাসনা জন্মে; প্রেমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দর্শন-বাসনাও ক্রমশঃ তীব্রতা লাভ করিয়া উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়; এই উৎকণ্ঠা যখন অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন ভগবান্ দর্শন না দিয়া আর থাকিতে পারেন না; তখনই দর্শন দিয়া তিনি ভক্তকে কৃতার্থ করেন। বস্তুতঃ, তীব্র ক্ষুধা না হইলে যেমন ভক্ষ্য-দ্রব্যের সম্যক্ আস্বাদন পাওয়া যায় না, তদ্রূপ ভগবান্‌কে পাওয়ার নিমিত্ত বলবতী উৎকণ্ঠা না জন্মিলেও ভগবানের মাধুর্য্যাদির আস্বাদন পাওয়া যায় না।

তবহিঁ—তখনই। কোন কোন গ্রন্থে "ত্বরায়"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। ত্বরায়—তাড়াতাড়ি; তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত ভক্তগণের উৎকণ্ঠা এতই বাড়িয়া গিয়াছিল যে, ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীমন্‌মহাপ্রভু আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না; তিনিও তাঁহাদিগকে দর্শন দেওয়ার নিমিত্ত সমভাবে উৎকণ্ঠিত হইয়া তাড়াতাড়ি নীলাচলে চলিয়া আসিলেন। শুদ্ধভক্তের মনের ভাব যে ভগবানের চিত্তেও প্রতিক্রিয়া জন্মাইয়া থাকে, ইহা দ্বারা তাহাই সূচিত হইল।

২৭। **মহারঙ্গে**—মহা আনন্দে।

২৮। **সেবকগণ**—শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ।

৩১। কাশীমিশ্র সবংশে প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলে প্রভু তাঁহাকে চতুর্ভুজরূপ দেখাইয়া আলিঙ্গনদ্বারা অঙ্গীকার করিলেন এবং সম্ভবতঃ এই অঙ্গীকারে কাশীমিশ্রের বিশ্বাস জন্মাইবার উদ্দেশ্যই প্রভু তাঁহাকে চতুর্ভুজ-রূপ দেখাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ, একটু ঐশ্বর্য্য না দেখিলে সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস জন্মে না।

৩৩। **বাসার সংস্থান**—প্রভুর বাসের জন্য যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, তাহা (শ্রীমন্দিরের নিকটে অথচ পরম নির্জ্জন স্থান) দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত সুখী হইলেন। **সর্ব্বসমাধান**—সকল কার্য্য নির্ব্বাহ।

সার্ব্বভৌম কহে—প্রভু ! তোমার যোগ্য বাসা।
'তুমি অঙ্গীকার কর'—এই মিশ্রের আশা ॥ ৩৪
প্রভু কহে--এই দেহ তোমা সভাকার।
যেই তুমি কহ—সেই সম্মত আমার ॥ ৩৫
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণপার্শ্বে বসি।'
মিলাইতে লাগিল সব পুরুষোত্তমবাসী—॥৩৬
এই-সব লোক প্রভু ! বৈসে নীলাচলে।
উৎকণ্ঠিত হৈয়া আছে তোমা মিলিবারে ॥ ৩৭
তৃষিত চাতক যৈছে মেঘেরে হাঁকারে।
তৈছে এই সব ; সভা কর অঙ্গীকারে ॥ ৩৮
জগন্নাথ-সেবক এই নাম জনার্দ্দন।
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন ॥ ৩৯
কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণবেত্রধারী।
শিখিমাহিতী এই লিখন-অধিকারী ॥ ৪০
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহো বৈষ্ণব-প্রধান।
জগন্নাথ-মহাসোয়ার ইঁহো দাস নাম ॥ ৪১
মুরারিমাহিতী—শিখিমাহিতীর ভাই।
তোমার চরণ বিনু অন্য গতি নাই ॥ ৪২
চন্দনেশ্বর সিংহেশ্বর মুরারি ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুদাস ইহোঁ ধ্যায় তোমার চরণ ॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী **টীকা**।

৩৫। ভগবান্ বাস্তবিক ভক্তেরই সম্পত্তি ; তাই ভগবানের একটী নামও "অকিঞ্চনবিত্ত—অকিঞ্চন ভক্তের বিত্ত বা সম্পত্তি।" ভক্ত যাহা ইচ্ছা করেন, ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও তাহাই পূর্ণ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। ভক্ত যদি কাহারও জন্য ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করেন, ভগবান্ তৎক্ষণাৎই তাহাকে কৃপা করেন। ভক্তের প্রীতি-বিধানই ভগবানের ব্রততুল্য। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥—ইহাই ভগবদুক্তি।

৩৬। **দক্ষিণপার্শ্বে**—ডাইন দিকে। **মিলাইতে লাগিলা**—সকলের নাম-ধামাদি বলিয়া প্রভুর সহিত পরিচিত করিতে লাগিলেন।

৩৮। **তৃষিত**—পিপাসার্ত্ত। **হাঁকারে**—ডাকে। পিপাসার্ত্ত চাতক যেমন কেবল মেঘকেই ডাকিতে থাকে, তদ্রূপ প্রভুর দর্শনের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া নীলাচলবাসী ভক্তগণও কেবল প্রভুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

চাতক—এক রকম পক্ষী ; ইহা মেঘের জল ব্যতীত অন্য জল পান করে না—পিপাসায় মরিয়া গেলেও না। ইহাতে মেঘের প্রতি চাতকের একনিষ্ঠতা সূচিত হইতেছে ; এস্থলে চাতকের সহিত ভক্তবৃন্দের এবং মেঘের সহিত প্রভুর উপমা দেওয়ায় প্রভুর প্রতি ভক্তগণের একনিষ্ঠত্বই সূচিত হইতেছে।

সভা কর অঙ্গীকারে—সার্ব্বভৌম প্রভুকে বলিলেন "প্রভু, কৃপা করিয়া এ-সমস্ত ভক্তকে তোমার দাসরূপে অঙ্গীকার কর।"

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে নাম প্রকাশ করিয়া সার্ব্বভৌম একে একে সকলের পরিচয় দিতেছেন।

৩৯। **অনবসরে**—যে সময়ে সেবকব্যতীত অন্য কেহ শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পায় না, সেই সময়কে অনবসর বলে।

৪০। **স্বর্ণবেত্রধারী**—সোনার বেত (বা ছড়ি) ধারণ করেন যিনি ; ইনি বোধ হয় তদ্রূপ বেত্রহস্তে শ্রীজগন্নাথের প্রহরীর কাজ করিতেন। **লিখন-অধিকারী**—লিখন-বিষয়ে অধিকার আছে যাঁহার ; শ্রীজগন্নাথের আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখেন যিনি।

৪১। **জগন্নাথ-মহাসোয়ার**—শ্রীজগন্নাথদেবের মহাসোয়ার ; সোয়ার অর্থ পাচক (যিনি পাক করেন) ; মহাসোয়ার—প্রধান পাচক ; সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাককর্ত্তা। **ইঁহো দাসনাম**—ইঁহার (মহাসোয়ারের) নাম দাস (সম্ভবতঃ জগন্নাথদাস)।

৪৩। **ধ্যায়**—ধ্যান করে ; সর্ব্বদা চিন্তা করে।

প্রহরাজ মহাপাত্র ইঁহো মহামতি।
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি ॥ ৪৪
এই-সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ।
একান্ত-ভাবে ভজে সভে তোমার চরণ ॥ ৪৫
তবে সভে পায়ে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া।
সভে আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥ ৪৬
হেনকালে আইলা তাহাঁ ভবানন্দ রায়।
চারিপুত্র সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥ ৪৭
সার্ব্বভৌম কহে—এই রায় ভবানন্দ।
ইঁহার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ ॥ ৪৮
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
স্তুতি করি কহে রামানন্দ-বিবরণ—॥ ৪৯
রামানন্দ-হেন রত্ন যাঁহার তনয়।
তাঁহার মহিমা লোকে কহনে না হয় ॥ ৫০
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী।
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥ ৫১
রায় কহে—আমি শূদ্র বিষয়ী অধম।
মোরে স্পর্শ' তুমি এই ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ৫২
নিজ গৃহ বিত্ত ভৃত্য পঞ্চপুত্র-সনে।
আত্মা সমর্পিল আমি তোমার চরণে ॥ ৫৩
এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা সেই করিবে সেবনে ॥ ৫৪
আত্মীয় জ্ঞান করি সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা তোমার সেই আজ্ঞা দিবে ॥ ৫৫
প্রভু কহে—কি সঙ্কোচ, নহ তুমি পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥ ৫৬
দিন-পাঁচ-সাত ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥ ৫৭
এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর পুত্রসব-শিরে ধরিল চরণ ॥ ৫৮
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ-পট্টনায়ক নিকটে রাখিল ॥ ৫৯
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল।
তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাসে বোলাইল ॥ ৬০
প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য! শুন ইঁহার চরিত।
দক্ষিণ গেলেন ইঁহো আমার সহিত ॥ ৬১
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টমারি হৈতে ইঁহায় আনিল উদ্ধারিয়া ॥ ৬২
এবে আমি ইঁহা আনি করিল বিদায়।
যাহাঁতাহাঁ যাহ, আমা-সনে নাহি আর দায় ॥ ৬৩
এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা ॥ ৬৪
নিত্যানন্দ জগদানন্দ মুকুন্দ দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিল অন্তর—॥ ৬৫
গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
আইকে কহিবে যাই প্রভুর আগমন ॥ ৬৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪৪। প্রহরাজ নাম; মহাপাত্র উপাধি।

৪৬। **পায়ে পড়ে**—প্রভুর চরণে পতিত হয়। **প্রসাদ**—অনুগ্রহ।

৫৪। **বাণীনাথ**—ভবানন্দরায়ের এক পুত্র।

৫৮। **পুত্রসবশিরে**—ভবানন্দের পুত্রগণের মাথায়।

৫৯। বাণীনাথের উপাধি পট্টনায়ক।

৬০। **কালাকৃষ্ণদাস**—ইনি দক্ষিণভ্রমণে প্রভুর সঙ্গী ছিলেন এবং ইঁহাকেই প্রভু ভট্টমারীদের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ২।৭।৩৮ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

৬১। **ভট্টাচার্য্য**—সার্ব্বভৌমকে সম্বোধন করিয়া প্রভু "ভট্টাচার্য্য" বলিয়াছেন। ২।৯।২০৯-১৬ পয়ার দ্রষ্টব্য।

৬৬। **আইকে**—শচীমাতাকে। **প্রভুর আগমন**—দক্ষিণ হইতে প্রভুর নীলাচলে ফিরিয়া আসার কথা।

অদ্বৈত-শ্রীবাস আদি যত ভক্তগণ।
সভে আসিবে শুনি প্রভুর আগমন ॥ ৬৭
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।
এত কহি তাঁরে রাখিল আশ্বাস করিয়া ॥ ৬৮
আরদিন প্রভু-ঠাঁই কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা দেহ, গৌড়দেশে পাঠাই একজন ॥ ৬৯
তোমার দক্ষিণগমন শুনি শচী আই।
অদ্বৈতাদি বৈষ্ণব আছেন দুঃখ পাই ॥ ৭০
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।
প্রভু কহে—কর সেই যে ইচ্ছা তোমার ॥ ৭১
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব-সভারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ॥ ৭২
তবে গৌড়দেশে আইলা কালাকৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপ গেলা তেঁহো শচী-আই-পাশ ॥ ৭৩
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
'দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু' কহে সমাচার ॥ ৭৪
শুনি আনন্দিত হৈল শচীমাতার মন।
শ্রীনিবাস-আদি আর যত ভক্তগণ ॥ ৭৫
শুনিঞা সভার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত-আচার্য্যগৃহে গেলা কৃষ্ণদাস ॥ ৭৬
আচার্য্যে প্রসাদ দিয়া কৈল নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ॥ ৭৭
শুনিঞা আচার্য্যগোসাঞি পরমানন্দ হৈলা।
প্রেমাবেশে হুঙ্কার বহু নৃত্যগীত কৈলা ॥ ৭৮
হরিদাসঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেবদত্ত গুপ্ত মুরারি শিবানন্দ ॥ ৭৯
আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর ॥ ৮০
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয় শ্রীধর ॥ ৮১
রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্য নন্দন।
কতেক কহিব আর যত প্রভুর গণ ? ॥ ৮২
শুনিঞা সভার হৈল পরম উল্লাস।
সভে মিলি আইলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ ॥ ৮৩
আচার্য্যের কৈল সভে চরণ-বন্দন।
আচার্য্যগোসাঞি কৈল সভা আলিঙ্গন ॥ ৮৪
দুই তিন দিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে তবে যুক্তি দৃঢ় হৈল ॥ ৮৫
সভে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লৈয়া ॥ ৮৬
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী—।
সত্যরাজ পরমানন্দ মিলিলা তাহাঁ আসি ॥ ৮৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৭। **সভে আসিবে**—প্রভুকে দর্শন করার নিমিত্ত সকলেই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে আসিবেন।

৬৮। **আশ্বাস করিয়া**—ভরসা দিয়া; যাহাতে প্রভু আবার তাঁহার প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা সকলে তদ্রূপ চেষ্টা করিবেন—এইরূপ ভরসা দিয়া।

৭২। লোক-শিক্ষার নিমিত্তই লীলাশক্তির প্রেরণায় প্রভুর নিত্যপার্ষদ কালা-কৃষ্ণদাসের ভট্টমারী-গৃহে গমন। ২।৯।২১৬ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। লোক-শিক্ষার নিমিত্তই পুনরায় প্রভু কর্ত্তৃক তাঁহার বর্জ্জন। কিন্তু এই বর্জ্জন কেবল বাহিরের বর্জ্জন বলিয়াই মনে হয়; তাহা না হইলে কৃষ্ণদাসের প্রতি শ্রীনিত্যানন্দাদির কৃপা হইত না। অথবা, কৃষ্ণদাসের প্রতি প্রভুর কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নতা দেখিয়া পরম-করুণ শ্রীমন্নিত্যানন্দাদির করুণা তাঁহার প্রতি উদ্বুদ্ধ হইল; নবদ্বীপস্থ গৌর-পার্ষদদিগের সেবায় তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন। এই ব্যাপারে জগতের জীবের প্রতি শিক্ষা এই যে, কামিনী-কাঞ্চনাদির মোহে যদি কাহারও চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, শ্রীনিত্যানন্দের চরণ স্মরণ করিয়া বৈষ্ণবের সেবায় মনকে নিয়োজিত করিলে তাঁহার চিত্ত স্থিরতা লাভ করিতে পারে।

৭৭। **সম্যক্ কহিল**—বিশেষরূপে বিবৃত করিল।

৮৭। **তাহাঁ**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে।

মুকুন্দ নরহরি রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে॥ ৮৮
সেইকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী।
গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়া-নগরী॥ ৮৯
আইর মন্দিরে সুখে করিল বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান॥ ৯০
প্রভু-আগমন তেঁহো তাহাঁই শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল॥ ৯১
প্রভুর এক ভক্ত—দ্বিজ কমলাকান্ত নাম।
তারে লঞা নীলাচলে করিল প্রয়াণ॥ ৯২
সত্বরে আসিয়া তেঁহো মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে॥ ৯৩
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ-বন্দন।
তেঁহো প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন॥ ৯৪
প্রভু কহে—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি-আশ্রয়॥ ৯৫
পুরী কহে—তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি আইলাঙ নীলাচলপুরী॥ ৯৬
দক্ষিণ হইতে তোমার শুনি আগমন।
শচীর আনন্দ হৈল যত ভক্তগণ॥ ৯৭
সভেই আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তা-সভার বিলম্ব দেখি আইলাঙ্ ত্বরিতে॥ ৯৮
কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল আর সেবার কিঙ্কর॥ ৯৯
আরদিনে আইলা স্বরূপদামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম রসের সাগর॥ ১০০
'পুরুষোত্তম-আচার্য্য' তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহো প্রভুর চরণে॥ ১০১
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া।
সন্ন্যাসগ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া॥ ১০২
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর, আজ্ঞা দিল তাঁরে—।
বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে॥ ১০৩
পরম বিরক্ত তেঁহো পরম পণ্ডিত—।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত॥ ১০৪
নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব—এই ত কারণ।
উন্মাদে করিল তেঁহো সন্ন্যাস-গ্রহণ॥ ১০৫
সন্ন্যাস করিল শিখা-সূত্র-ত্যাগরূপ।
যোগপট্ট না লইল—নাম হৈল 'স্বরূপ'॥ ১০৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯১। **তাঁর ইচ্ছা**—পরমানন্দপুরীর ইচ্ছা।

৯২। কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া পরমানন্দপুরী নীলাচলে যাত্রা করিলেন। "কমলাকান্ত"-স্থলে "কমলাকর"-পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

৯৫। **মোরে কৃপা** ইত্যাদি—আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি নীলাচলে বাস কর। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে শ্রীপরমান্দপুরী ছিলেন দ্বাপর-লীলার উদ্ধব। "পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা॥ ১১৮॥"

৯৯। **সেবার কিঙ্কর**—পুরীগোস্বামীর সেবা করিবার নিমিত্ত এক ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

১০০। **অত্যন্ত মর্ম্ম**—অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। **রসের সাগর**—খুব রসজ্ঞ।

১০২। **উন্মত্ত হইয়া**—প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া দুঃখে পাগলের মত হইয়া পুরুষোত্তম-আচার্য্যও কাশীতে গিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

১০৪। **বিরক্ত**—অনাসক্ত। **তেঁহো**—পুরুষোত্তম-আচার্য্য (বা স্বরূপ-দামোদর)।

১০৬। **শিখাসূত্রত্যাগ**—শিখা (চুল) ও সূত্র (যজ্ঞোপবীত) পরিত্যাগ। সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে মাথা মুড়াইতে হয় এবং যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে হয়। যজ্ঞোপবীত ব্রহ্মচর্য্য ও গৃহস্থাশ্রমের চিহ্ন। সন্ন্যাসগ্রহণের সময় তাহা ত্যাগ করিতে হয়।

যোগপট্ট—"পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্দৃঢ়ম্। পরিবেষ্ট্য যদূর্দ্ধজ্ঞুস্তিষ্ঠেত্তৎ যোগপট্টকম্॥—পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয়ের সমাযোগে বেষ্টন করিয়া যে বলয়াকার দৃঢ়বস্ত্র ঊর্দ্ধজানুতে অবস্থিতি করে, তাহাকে যোগপট্ট বলে।

গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইল নীলাচলে।
রাত্রিদিন কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দ-বিহ্বলে ॥ ১০৭

পাণ্ডিত্যের অবধি, কথা নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহেন, সবলোক নাহি জানে ॥ ১০৮

কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা—দেহ প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ ১০৯

গ্রন্থ শ্লোক গীত কেহো প্রভু-আগে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে—পাছে প্রভু শুনে ॥ ১১০

ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ যেই, আর রসাভাস।
শুনিতে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ ১১১

অতএব স্বরূপ আগে করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ হয় যদি, করায় প্রভুকে শ্রবণ ॥ ১১২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

পদ্মপুরাণ, কার্ত্তিকমাহাত্ম্য ২য় আধ্যায়।” যোগপট্ট হইল বলয়াকার বস্ত্রবিশেষ; যোগীরা ইহা দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানু বাঁধিয়া রাখেন। পুরুষোত্তম-আচার্য্য সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়াছেন সত্য; কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমের উপযোগী যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সন্ন্যাসাশ্রমের নাম হইয়াছিল স্বরূপ বা স্বরূপদামোদর। কেহ কেহ বলেন, যোগপট্ট না লইয়া স্ব বা নিজরূপে অবস্থিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম স্বরূপ হইয়াছে।

১০৮। **পাণ্ডিত্যের অবধি**—স্বরূপদামোদরে পাণ্ডিত্যের শেষ সীমা অবস্থিত ছিল; তিনি অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রায়ই কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেন না, নির্জ্জনে থাকিতেন; তিনি আছেন কিনা, তাহাও সকলে জানিতে পারিত না।

১০৯। **কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা**—শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক ভক্তিরস-সমূহের তত্ত্ব তিনি জানিতেন; তিনি পরম-রসতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। **দেহ প্রেমরূপ**—তাঁহার দেহ যেন প্রেমেরই মূর্ত্তি ছিল। **দ্বিতীয় স্বরূপ**—দ্বিতীয় মূর্ত্তি। গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার মতে ব্রজলীলায় স্বরূপদামোদর ছিলেন বিশাখাসখী (১৬০)। কেহ কেহ বলেন, ব্রজলীলার ললিতাই নবদ্বীপ-লীলায় স্বরূপ-দামোদর। নবদ্বীপ-লীলায়ও তিনি প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। ১১০-১১৫ পয়ারে স্বরূপ-দামোদরের গুণ বর্ণিত হইতেছে।

১১০। স্বরূপ-দামোদর খুব শাস্ত্রজ্ঞ, রসজ্ঞ এবং প্রভুর মর্ম্মজ্ঞ ছিলেন; কিসে প্রভুর সুখ হইবে, কিসে প্রভুর চিত্তে দুঃখ হইবে, প্রভুর অন্তরঙ্গ বলিয়া তিনি তাহা জানিতে পারিতেন। তাই কেহ কোনও নূতন গ্রন্থ, নূতন শ্লোক বা নূতন গীত রচনা করিয়া যদি প্রভুকে দেখাইতে আনিত, তাহা হইলে স্বরূপ-দামোদরই সর্ব্বাগ্রে তাহা দেখিয়া পরীক্ষা করিতেন; পরীক্ষা করিয়া তিনি যদি অনুমোদন করিতেন—তিনি যদি বুঝিতেন যে, নূতন গ্রন্থে, শ্লোকে বা গীতে ভক্তিবিরুদ্ধ কোনও কথা নাই, কিম্বা কোনও রসাভাস নাই, সুতরাং তাহা পাঠ করিয়া প্রভু আনন্দ পাইবেন—তাহা হইলেই তিনি তাহা প্রভুর নিকটে দিতেন বা পড়িয়া প্রভুকে শুনাইতেন।

১১১। স্বরূপ-দামোদর কেন নূতন গ্রন্থাদি আগে পরীক্ষা করিতেন, তাহা বলিতেছেন। ভক্তিবিরুদ্ধ-কথা বা রসাভাস থাকিলে তাহা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ হইত না।

ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ—যাহা ভক্তিশাস্ত্রের অনুমোদিত সিদ্ধান্তের বিরোধী। **রসাভাস**—রসের যে সমস্ত লক্ষণ উপদিষ্ট হইয়াছে, সে সমস্ত লক্ষণ না থাকিলে, আপাতঃ দৃষ্টিতে রসরূপে প্রতীয়মান হইলেও তাহাকে রসাভাস বলে। “পূর্ব্বমেবানুশিষ্টেন বিকলা রসলক্ষণা। রসা এব রসাভাসা রসজ্ঞৈরনুকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ. র. সি. ৪।৯।২॥” উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে রসাভাস তিন প্রকারের; এই তিন প্রকারের নাম—উপরস, অনুরস ও অপরস। বিশেষ বিবরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উত্তর বিভাগে দ্রষ্টব্য।

১১২। **শুদ্ধ**—ভক্তিসিদ্ধান্তের অনুকূল ও রসাভাসশূন্য।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন-গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥ ১১৩

সঙ্গীতে গন্ধর্ব্বসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥ ১১৪

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি-ভক্তগণের হয় প্রাণসম ॥ ১১৫

সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা।
চরণে পড়িয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৬

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে (৮।১৪)—

হেলোদ্ধূনিতখেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ ৩

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

হে শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদিত্যন্বয়ঃ। সা কিম্ভূতা মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া হেতুভূতয়া অমন্দোঽত্যন্ত উদয়ো যস্যাস্তথাভূতা। মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া কিম্ভূতয়া হেলয়া অনায়াসেন উদ্ধূনিতঃ ধূনঃকম্পনে দূরংগতঃ প্রণাশীকৃতঃ খেদো দুঃখং যয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া বিশদয়া নির্ম্মলয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া প্রোন্মীলদামোদয়া প্রোন্মীলন্নামোদো হর্ষো যয়া তয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া শাম্যন্ শান্তভূতঃ শাস্ত্রস্য বিবাদো যয়া তথাভূতয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া রসদয়া রসান্ ভক্তিরসান্ দদাতি যা তয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া চিত্তেঽর্পিত উন্মাদ স্তন্নামা সঞ্চারিভাবো যয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া শশ্বদ্ভক্তি-বিনোদয়া শশ্বন্নিরন্তরং ভক্তৌ বিনোদঃ পরমশ্লাঘা যয়া পুনঃ কিম্ভূতয়া সমদয়া মদেন তদাখ্যভাবেন সহ বর্ত্তমানা যা তয়া। শ্লোকমালা। ৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১১৩। এই তিন গীতে—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের গীতে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী গান এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ। **করে প্রভুর আনন্দ**—স্বরূপ-দামোদর চণ্ডীদাসাদির গান শুনাইয়া প্রভুর আনন্দ-বিধান করেন।

১১৪। স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গীতের শক্তি ছিল গন্ধর্ব্বদের ন্যায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং শাস্ত্রজ্ঞানও ছিল বৃহস্পতির ন্যায়। **গন্ধর্ব্ব**—স্বর্গের গায়ক দেবযোনি-বিশেষ।

১১৬। চরণে পড়িয়া—মহাপ্রভুর চরণে পড়িয়া। **শ্লোক**—নিম্নলিখিত "হেলোদ্ধূনিত খেদয়া" ইত্যাদি শ্লোক।

শ্লো। ৩। অন্বয়। শ্রীচৈতন্য (হে শ্রীচৈতন্য)! দয়ানিধে (হে দয়ানিধে)! হেলোদ্ধূনিতখেদয়া (যদ্দ্বারা অনায়াসে সমস্তঃখেদ দূরীভূত হয়) বিশদয়া (যাহা অত্যন্ত নির্ম্মল) প্রোন্মীলদামোদয়া (যদ্দ্বারা আনন্দ বর্দ্ধিত হয়) শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া (যদ্দ্বারা শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হয়) রসদয়া (যাহা ভক্তিরস প্রদান করে) চিত্তার্পিতোন্মাদয়া (যদ্দ্বারা চিত্তে উন্মাদ-নামক সঞ্চারিভাব অর্পিত হয়) শশ্বদ্ভক্তি-বিনোদয়া (যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তিসুখ লাভ হয়) সমদয়া (এবং যাহা মদ-নামক ভাবযুক্ত) মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া (তাদৃশ মাধুর্য্য-মর্য্যাদা-হেতুক) অমন্দোদয়া (অধিক প্রকাশশীল) তব (তোমার) দয়া (দয়া) ভূয়াৎ (আমার প্রতি হউক)।

অনুবাদ। হে শ্রীচৈতন্য! হে দয়ানিধে! যদ্দ্বারা অনায়াসে সকল দুঃখ দূরীভূত হয়, যাহা অত্যন্ত নির্ম্মল, যদ্দ্বারা আনন্দ প্রকাশিত হয়, যদ্দ্বারা শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হয়, যাহা ভক্তিরস প্রদান করে, যদ্দ্বারা চিত্তে উন্মাদ-নামক সঞ্চারিভাব অর্পিত হয়, যাহা হইতে নিরন্তর ভক্তিসুখ লাভ হয় এবং যাহা মদ-নামক ভাবের সহিত বর্ত্তমান, সেই মাধুর্য্য-মর্য্যাদাবশতঃ সমধিক প্রকাশ-প্রাপ্তা তোমার দয়া (আমার প্রতি প্রকাশিত) হউক ৩।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া স্বরূপ-দামোদর বলিলেন—"হে দয়ানিধে! হে শ্রীচৈতন্য! আমার প্রতি তোমার দয়া হউক।" কিরূপ দয়া? **অমন্দোদয়া**—অমন্দ (অত্যন্ত) উদয় (প্রকাশ) যাহার, যাহা অত্যধিকরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাদৃশী দয়া আমার প্রতি প্রকাশিত হউক। কি হেতুদ্বারা সেই দয়া অত্যধিকরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে? **মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া**—মাধুর্য্য-মর্য্যাদারূপ হেতুদ্বারা; মাধুর্য্যের যে মর্য্যাদা বা চরমসীমা, তদ্দ্বারা।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

মাধুর্য্য—মধুরতা; সর্ব্ববিষয়ে চেষ্টার চারুতা। যে চেষ্টায় সর্ব্বদা মনোহারিত্ব প্রকাশ পায়, যাহাতে কোনও সময়েই ত্রাসের সঞ্চার হয় না, তাহাকে মাধুর্য্য বলে। মাধুর্য্যে ঐশ্বর্য্য স্বতন্ত্রভাবে প্রায়ই আত্মপ্রকট করেনা, মাধুর্য্যের অনুগত হইয়া, মাধুর্য্যদ্বারা বিমণ্ডিত হইয়াই প্রকাশিত হয়; তাই সেই ঐশ্বর্য্যও মধুর বলিয়া মনে হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চেষ্টা প্রায়শঃই মাধুর্য্যপূর্ণ ছিল; বস্তুতঃ মহাপ্রভুতে মাধুর্য্যের পূর্ণ বিকাশ (মাধুর্য্য-মর্য্যাদা) পরিদৃষ্ট হইত। তাই অন্যান্য অবতারের ন্যায় এই অবতারে অসুর-সংহারের নিমিত্ত তাঁহাকে অস্ত্রাদি ধারণ করিতে হয় নাই; তাঁহার অপরিসীম করুণার প্রভাবেই তিনি অসুরদের চিত্তের অসুরত্ব দূরীভূত করিয়া তাহাদিগকে প্রেমদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন—ইহা তাঁহার মাধুর্য্যেরই—চেষ্টার চারুতারই—পরিচায়ক। অন্য অবতারে অস্ত্রাদি ধারণ করিয়া অসুরদের প্রাণ সংহার করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দান করিয়াছেন; ইহাতে তাহাদের অসুরত্ব চিরকালের জন্য দূরীভূত হইয়াছে সত্য এবং তাহাতে তাহাদের প্রতি করুণাও প্রকাশ পাইয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাদের প্রাণবিনাশও হইয়াছে; এই প্রাণ বিনাশকে অসুর-সমাজ কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই; ইহা অসুর-সমাজের হৃদয়ে মহা আতঙ্কেরই সঞ্চার করিয়াছে। এই জাতীয় অসুর-সংহারলীলা সকলের চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হয় নাই বলিয়া তাহাতে মাধুর্য্য সম্পূর্ণ বিকশিত হয় নাই; কিন্তু গৌর-অবতারে কোনও অসুরেরই প্রাণ বধ করা হয় নাই বলিয়া কখনও কাহারও মধ্যেই কোনওরূপ আতঙ্কের উদয় হইয়া প্রভুর চেষ্টার চারুতা বা মাধুর্য্য নষ্ট করে নাই; কৃপাদ্বারা, কেবলমাত্র দর্শনদ্বারা বা আলিঙ্গন-স্পর্শাদিদ্বারা প্রভু যাঁহাদের অসুরত্ব সমূলে উৎপাটিত করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রভুর আচরণকে তাঁহাদের প্রতি অপরিসীম কৃপা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সমজাতীয়—অসুর-ভাবাপন্ন অন্যান্য লোকেরাও তাহাকে কৃপা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছে; কেহই আতঙ্কিত হয় নাই, বরং প্রভুর হস্তে তদ্রূপ ব্যবহার পাইবার জন্য সকলে লালায়িতই হইয়াছিল। ইহাতেই প্রভুর মাধুর্য্যের চরম বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় এবং তাঁহার মাধুর্য্য এইরূপ চরম-বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার দয়াও অধ্যধিকরূপে—এমন কি অসুর-স্বভাব-লোকদের বিবেচনাতেও অপরিসীম দয়ারূপেই—প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাই বলা হইয়াছে "মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া অমন্দোদয়া দয়া—মাধুর্য্য-বিকাশবশতঃ অত্যধিকরূপে প্রকাশ প্রাপ্ত দয়া।" ১।১।৪-শ্লোকের টীকায় "করুণয়াবতীর্ণঃ"-শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য।

যাহাহউক, এই মাধুর্য্য-মর্য্যাদা কিরূপ? "হেলোদ্ধূনিতখেদয়া" ইত্যাদি আটটী বিশেষণ-শব্দে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে; এই আটটী বিশেষণে প্রভুর মাধুর্য্যের স্বরূপও প্রকাশ পাইয়াছে। **হেলোদ্ধূনিতখেদয়া**—হেলায় (অনায়াসে) উদ্ধূনিত (উৎকম্পিত—প্রণাশীকৃত—সম্যক্‌রূপে দূরীভূত—হইয়াছে খেদ (বা দুঃখ) যদ্দ্বারা, সেই মাধুর্য্যমর্য্যাদা। যাঁহারা গৌরের মাধুর্য্যের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, এমন কি তাঁহার মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তিটীও যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সকল রকমের দুঃখ অনায়াসেই সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইয়াছে। পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মফল এবং মায়ার গুণরাগই সকল দুঃখের হেতু; কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনমাত্র ভাগ্যবান্ জীবের চিত্ত হইতে পাপ-পুণ্য সম্যক্‌রূপে বিদূরিত হইয়া যায়, সেই ভাগ্যবান্ জীব সম্যক্‌রূপে মায়া-গুণরাগবর্জ্জিত হইয়া যায়, প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া পড়ে। "সদা পশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমসাম্যমুপৈতি॥ মুণ্ডকশ্রুতি॥" এইরূপই শ্রীশ্রীগৌরের কৃপার অসাধারণ মহিমা। **বিশদয়া**—নির্ম্মলয়া; প্রভুর মাধুর্য্য অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল, তাহাতে কপটতাদিরূপ কোনওরূপ মলিনতাই ছিল না। অথবা, এই মাধুর্য্যের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই চিত্তের শুদ্ধতা লাভ করিয়া নির্ম্মল হইয়াছেন। **প্রোন্মীলদামোদয়া**—প্রোন্মীলিত (সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত) হয় আমোদ বা হর্ষ যদ্দ্বারা তাদৃশ মাধুর্য্য। যাঁহারাই গৌরের মাধুর্য্যের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাদেরই চিত্তে আমোদ বা হর্ষ সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইয়াছে; অথবা, গৌরে যে পূর্ণতম হর্ষের বা আনন্দের বিকাশ, গৌর যে পূর্ণানন্দবিগ্রহ, তাঁহার মাধুর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশেই তাহা বুঝা যায়। **শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া**—শাম্যন্ (শান্তভূত—প্রশমিত—হইয়াছে) শাস্ত্রের বিবাদ যদ্দ্বারা, তাদৃশ মাধুর্য্য। গৌরের মাধুর্য্যের প্রভাবে সমস্ত শাস্ত্রের বিবাদ প্রশমিত হইয়াছে; বিভিন্ন শাস্ত্রের অনুগত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আছে; তাঁহারা স্ব-স্ব-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

স্থাপনের জন্য স্ব-সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া অন্য সম্প্রদায়ীদের সহিত সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ করিত; কিন্তু প্রভুর মাধুর্য্যের আকর্ষণে সকলেই স্বস্ব-সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক শাস্ত্রবিবাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর পদানত হইয়াছে; তাহাদের শাস্ত্র-বিবাদ চিরকালের জন্য তিরোহিত হইয়াছে। সকলেই যেন অনুভব করিতে পারিয়াছে যে, সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয়মূলক অর্থের মূর্ত্তবিগ্রহই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর। যে পর্য্যন্ত পূর্ণ বস্তুটী পাওয়া না যায়, অংশের বেশী যে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না, সে-পর্য্যন্তই বিবাদ। গৌর-মাধুর্য্যের পূর্ণানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তির সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদই ঘুচিয়া যায়। **রসদয়া**—রস (ভক্তিরস) দান করে যে, সেই মাধুর্য্য-মর্য্যাদা। প্রভুর মাধুর্য্যময়ী কৃপার প্রভাবে লোকের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং সেই বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রেমভক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহা ভক্তিরসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ব-পূর্ব্বলীলায় অসুরাদির প্রতি প্রভুর কৃপা অস্ত্রাদির যোগে প্রকাশিত হইত; অস্ত্রাদির যোগে তাহাদের প্রাণের সহিত তাহাদের অসুরত্ব বিনাশ করিয়া অসুরদিগকে তিনি মুক্তি দান করিতেন; কিন্তু প্রেমভক্তি দিতেন না। কিন্তু নবদ্বীপ-লীলায় তিনি অস্ত্রধারণ করেন নাই; মাধুর্য্যের প্রভাবে—মাধুর্য্যময়ী কৃপা প্রকাশ করিয়াই—অসুরদের অসুরত্ব নষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু কাহারও প্রাণ নষ্ট করেন নাই; এবং অসুরত্ব বিনাশ করিয়া তাহাদিগকে প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন—পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-লীলার ন্যায় মুক্তি দিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, মুক্তি দেওয়ার কথা মনেও আনেন নাই; প্রেমভক্তি দিয়া তাহাদিগকে স্বচরণান্তিকে আনিয়া স্বীয় চরণ-সেবার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য-আস্বাদনের অধিকারী করিয়াছেন—অন্য যুগের অসুরদিগের ন্যায় মুক্তিমাত্র পাইলে এইরূপ সেবামাধুর্য্য আস্বাদনের সর্ব্ববিধ সম্ভাবনাই তাহাদের পক্ষে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। কেবল অসুর-স্বভাব-বিশিষ্ট লোকদিগের প্রতিই যে ঐরূপ কৃপা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা নয়। প্রভুর মাধুর্য্য-মণ্ডিতা এবং মাধুর্য্য-প্রসারিণী অসামান্যা কৃপা আপামর-সাধারণকে—এমন কি পশু-পক্ষি-তরুলতাদিকে পর্য্যন্ত—অপূর্ব্ব প্রেমরস-আস্বাদনের যোগ্যতা দান করিয়াছে। প্রভু এবার অখণ্ড-রসবল্লভা ভানু-নন্দিনীর অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডার লইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; সেই প্রেম প্রভুর দয়াকে, প্রভুর সমস্ত ক্রিয়াকে মাধুর্য্যমণ্ডিত—রস-পরিনিষিক্ত—করিয়া দিয়াছে; তাই যাঁহার প্রতিই প্রভুর কৃপা হইয়াছে, তিনিই সেই প্রেমরসের আস্বাদন-যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন। প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন—জগতের জীবকে ব্রজপ্রেম দান করিবার জন্য; এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার করুণাকেও পরম-স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন; তাই তাঁহার দয়া তাঁহার অনুসন্ধান-ব্যতীতও জীবকে কৃতার্থ করিয়াছে। "এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল। তাঁর অনুসন্ধান বিনা করয়ে সফল॥ ২।১৪।১৪॥" প্রভুর এতাদৃশী দয়াই আপামর-সাধারণকে প্রেমভক্তি দান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছে।

চিত্তার্পিতোন্মাদয়া—চিত্তে অর্পিত হয় উন্মাদ নামক সঞ্চারিভাব যদ্দ্বারা, তাদৃশী মাধুর্য্যমর্য্যাদা, (উন্মাদের লক্ষণ ২।২।৫২ ত্রিপদীর টীকায় দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা প্রভুর অপরূপ মাধুর্য্যের সংস্পর্শে আসিয়াছেন, প্রেমজনিত আনন্দাধিক্য-বশতঃ তাঁহাদেরই চিত্তবিভ্রমরূপ-উন্মাদ জন্মিয়াছে; এই প্রেমোন্মাদে তাঁহারা কখনও অট্টহাস্য করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও কীর্ত্তন করেন, কখনও প্রলাপ বলেন, কখনও চীৎকার করেন, কখনও বা আবার এদিকে-ওদিকে ধাবিত হয়েন।

শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া—শশ্বৎ (নিরন্তর) ভক্তিতেই বিনোদ (পরম শ্লাঘা) যাহার, তাদৃশী মাধুর্য্য-মর্য্যাদা। সর্ব্বদা ভক্তিতেই এই মাধুর্য্যের পরম শ্লাঘা বা পরম বিকাশ; ভক্তির বিকাশ দেখিলেই প্রভুর মাধুর্য্যের বিকাশও যেন বর্দ্ধিত হইতে থাকে—ব্রজগোপীদের প্রেমের বিকাশ দেখিলে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের বিকাশও যেমন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ। **সমদয়া**—মদ-নামক ভাবের সহিত বর্ত্তমান যে মাধুর্য্য-মর্য্যাদা। (মদ-নামক সঞ্চারিভাবের লক্ষণ ২।৮।১৩৫ পয়ারের টীকায় দ্রষ্টব্য)। মদ-নামক সঞ্চারিভাবের উদয়ে গতির স্খলন, বাক্যের স্খলন, অঙ্গের স্খলন, নেত্রঘূর্ণা ও নেত্রের রক্তিমাদি প্রকাশ পায়। আহ্লাদের আধিক্যই ইহার হেতু; মদ-নামক সঞ্চারিভাব প্রভুর অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যকে অধিকতর মনোরম করিয়া তুলিত। এতাদৃশ মাধুর্য্যাতিশয়প্রভাবে অত্যধিকরূপে প্রকাশপ্রাপ্ত

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজন প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন ॥ ১১৭
কথোক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ১১৮
তুমি যে আসিবে, আজি স্বপ্নেতে দেখিল।
ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥ ১১৯
স্বরূপ কহে—প্রভু! মোর ক্ষম অপরাধ।
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ ॥ ১২০
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেমালেশ।
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্যদেশ ॥ ১২১
মুঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা।
কৃপারজ্জু-গলে বান্ধি চরণে আনিলা ॥ ১২২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর যে অনির্ব্বচনীয়া দয়া, স্বরূপ-দামোদর তাহাই প্রভুর চরণে নিজের জন্য প্রার্থনা করিলেন। "যাহাতে তোমার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যের সম্যক্ অনুভব হইতে পারে, তদ্রূপ অনুগ্রহই প্রভু তুমি আমার প্রতি কর"—ইহাই এই প্রার্থনার সার মর্ম্ম।

১১৭। **উঠাইয়া**—স্বরূপ-দামোদরকে চরণ-তল হইতে উঠাইয়া। ২।৮।২০-পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১১৯। **ভাল হৈল** ইত্যাদি—দুই চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পাইলে অন্ধের যেমন আনন্দ হয়, স্বরূপ-দামোদরকে পাইয়া প্রভুরও তদ্রূপ আনন্দ হইয়াছিল।

রায় রামানন্দ এবং স্বরূপ-দামোদর এই দুইজনই নীলাচলে প্রভুর সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন; যে সময়ের কথা এ পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে, সেই সময় পর্য্যন্ত রায়-রামানন্দ বিদ্যানগর হইতে নীলাচলে আসেন নাই; সুতরাং তখন নীলাচলে এমন একজনও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন না, যাঁহার নিকটে প্রভু প্রাণ খুলিয়া মনের সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে পারিতেন। (স্মরণ রাখিতে হইবে—ভাবাবেশের সময় প্রভু সর্ব্বদা রাধাভাবে আবিষ্ট থাকিতেন—নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে করিতেন; শ্রীনিত্যানন্দ অন্যবিষয়ে অন্তরঙ্গ হইলেও রাধাভাবে প্রভু তাঁহাকে সাধারণতঃ শ্রীবলদেব বলিয়া মনে করিতেন; সুতরাং তাঁহার নিকটে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিতেন না; অন্তরঙ্গ সখীস্থানীয় কাহাকেও পাইলেই প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেন; কিন্তু রায়-রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদর ব্যতীত নীলাচলে রাধাভাবাবিষ্ট প্রভুর তত অন্তরঙ্গ অন্য কেহ ছিলেন না। রামরায় তখনও আসিয়া পৌঁছেন নাই।) তাই স্বরূপ-দামোদরকে দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন—অন্ধ যেন দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া পাইলেন। অন্ধের হয়তো খাওয়া-পরার অভাব থাকে না; কিন্তু আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে পাইলে, চন্দ্র-সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত জগৎ দেখিতে পাইলে, আনন্দ যেরূপ উল্লাসপ্রাপ্ত হয়, অন্ধ তাহা হইতে বঞ্চিত। স্বরূপ-দামোদর আসিবার পূর্ব্বে রাধাভাবের আবেশ-জনিত আনন্দাদির অভাব প্রভুর হইত না সত্য; কিন্তু কান্তাবিরহিণী নায়িকা অন্তরঙ্গা সখীর সহিত স্বীয় কান্তসম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তা বলিয়া যে আনন্দবৈচিত্রী অনুভব করেন, স্বরূপ-দামোদর আসিবার পূর্ব্বে প্রভু তাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন; স্বরূপ-দামোদরের আগমনে সেই আনন্দ-বৈচিত্রী আস্বাদনের সম্ভাবনা হইল জানিয়া প্রভু আনন্দের আবেগে বলিলেন—"ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল।"

১২০। **ক্ষম অপরাধ**—প্রভুর সন্ন্যাসের কথা জানিয়া প্রভুর সঙ্গে না আসিয়া কাশীতে গিয়াছিলেন বলিয়া স্বরূপ-দামোদর মনে করিলেন—প্রভুর চরণে তাঁহার অপরাধ হইয়াছে; তাই, সেই অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। **অন্যত্র**—কাশীতে। **প্রমাদ**—অনবধানতা; ভ্রম; ভুল।

১২১। **নাহি প্রেমালেশ**—প্রেমের বা প্রীতির লেশমাত্রও নাই; থাকিলে তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতাম না।

১২২। স্বরূপ-দামোদর মনে করিতেছেন—প্রভুর কৃপার আকর্ষণেই তিনি কাশী হইতে প্রভুর নিকটে আসিয়াছেন; প্রভু যে তাঁহাকে ভুলেন নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ।

তবে স্বরূপ কৈল নিত্যানন্দের বন্দন।
নিত্যানন্দপ্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৩
জগদানন্দ মুকুন্দ শঙ্কর সার্ব্বভৌম।
সভা সনে যথাযোগ্য করিলা মিলন ॥ ১২৪
পরমানন্দপুরীর কৈল চরণ বন্দন।
পুরীগোসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম আলিঙ্গন ॥ ১২৫
মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর।
জলাদি-পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর ॥ ১২৬
আরদিন সার্ব্বভৌমাদি ভক্তগণ সঙ্গে
বসি আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১২৭
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন।
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয়-বচন ॥ ১২৮
ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য—গোবিন্দ মোর নাম।
পুরীগোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তব স্থান ॥ ১২৯
সিদ্ধিপ্রাপ্তি-কালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকট রহি সেবহ তাঁহারে ॥ ১৩০
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু-আজ্ঞায় তোমার পদে আইনু ধাইয়া ॥ ১৩১
গোসাঞি কহে—পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে।
কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে ॥ ১৩২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

কৃপারজ্জু গলে বান্ধি—তোমার কৃপারূপ রজ্জু (রশি) আমার গলায় বাঁধিয়া, তদ্দ্বারা আমাকে আকর্ষণ করিয়া। **স্বরূপদামোদর** এস্থলে জানাইলেন—দৈবাৎ যদি কোনও ভক্ত প্রভুকে ছাড়িয়া অন্যত্র যায়েন, প্রভু কিন্তু তাঁহাকে ছাড়েন না, কৃপারজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিয়া পুনরায় স্বচরণান্তিকে লইয়া আসেন। এইরূপই প্রভুর কৃপার মহিমা।

১২৩। তবে—প্রভুর চরণে স্বীয় দৈন্য নিবেদনের পরে। **বন্দন**—নমস্কার।

১২৬। তাঁরে—স্বরূপ-দামোদরকে। **নিভৃতে**—নির্জ্জনে। **বাসাঘর**—থাকিবার স্থান। **জলাদি-পরিচর্য্যা**—জল আনিয়া দেওয়া এবং অন্যরূপ পরিচর্য্যা বা সেবার নিমিত্ত। **কিঙ্কর**—ভৃত্য।

১৩০। সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে—দেহত্যাগ-সময়ে। **গোসাঞি**—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী গোস্বামী।

১২৯—৩১ পয়ার প্রভুর প্রতি শ্রীগোবিন্দের উক্তি।

১৩১। প্রভু-আজ্ঞায়—আমার প্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরীর আদেশ। **কাশীশ্বর**—পুরীগোস্বামীর অপর সেবক।

১৩২। পুরীশ্বর—পুরীগোস্বামী ; শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী।

গোবিন্দের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"আমার প্রতি পুরীগোস্বামীর যথেষ্ট কৃপা, যথেষ্ট স্নেহ। তাই, তিনি তোমাকে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন।"

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী লৌকিক-লীলায় শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দীক্ষা-গুরু। ছোট হওয়ার জন্য প্রভুর আমার বড়ই সাধ। যে শুদ্ধভক্ত ভক্তির প্রভাবে তাঁহাকে আপনা অপেক্ষা ছোট মনে করিতে পারেন, রসিক-শেখর প্রভু তাঁহারই প্রেমের বশীভূত হইয়া থাকেন ; তাই তিনি বলিয়াছেন ; "আপনাকে বড় মানে—আমাকে সম হীন। সেই ভাবে আমি হই তাহার অধীন ॥ ১।৪।২০ ॥" ভক্তের প্রেমে বশীভূত হইয়া এই ভাবে ছোট হওয়ার মধ্যে যে মাধুর্য্যটুকু আছে, তাহা আস্বাদন করিবার নিমিত্তই ব্রহ্মাদি দেবগণের—এমন কি সমস্ত অবতারগণের বন্দনীয় হইয়াও সর্ব্বেশ্বর প্রভু আমার—লৌকিক-লীলায় তাঁহারই পরমভক্ত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিলেন। শিষ্যরূপে পুরীগোস্বামীর বাৎসল্য আস্বাদন করিয়া প্রেমের কাঙ্গাল প্রভু আমার যেন কতইনা আনন্দ—কতইনা গৌরব অনুভব করিতেন। প্রভু বোধ হয় মনে করিলেন—"সন্তানের লালন-পালনের ভার, সন্তানের তত্ত্বাবধানের ভার স্নেহময়ী জননী তাঁহার বিশ্বস্ত লোকের উপরেই অর্পণ করিয়া থাকেন। গোবিন্দ পুরীগোস্বামীর সেবক, বিশ্বস্ত অনুচর। তিনি জানেন, কত প্রীতির সহিত, কত সন্তর্পণে গোবিন্দ অঙ্গসেবা করিতে পারে। তাই তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত সেবককে আমার নিকটে পাঠাইয়াছেন, পাঠাইয়া আমার প্রতি তাঁহার অপরিসীম স্নেহ ও কৃপার পরিচয় দিয়াছেন।" এইরূপ ভাবিয়াই বোধ হয় প্রভু আমার

এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিলা—।
পুরীগোসাঞিঃ শূদ্রসেবক কাঁহেতো রাখিলা ? ১৩৩
প্রভু কহে—ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র ॥ ১৩৪
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুলাদি না মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥ ১৩৫
স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র ঈশ্বর-কৃপার।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥ ১৩৬
মর্য্যাদা হৈতে কোটিসুখ স্নেহ-আচরণে।
পরম-আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে ॥ ১৩৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আনন্দগর্ব্বে বলিলেন—"পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে। কৃপা করি মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে॥" [পুরী-গোসাঞির বাৎসল্য-প্রেম আস্বাদন করিয়া প্রভু নিজের সৌভাগ্যের কথাই ভাবিতেছেন। এ দিকে গোবিন্দের সৌভাগ্যেরও সীমা নাই। ভগবৎসেবাপ্রাপ্তির পক্ষে যে সৌভাগ্য অপরিহার্য্য, গোবিন্দের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে—মহৎকৃপা। পুরীগোস্বামী কৃপা করিয়া গোবিন্দকে প্রভুর চরণে অর্পণ করিয়াছেন। গোবিন্দ প্রভুর চরণ-সেবা করিয়া কৃতার্থ হওয়ার সুযোগ পাইয়াছেন।]

১৩৩-৩৫। গোবিন্দ ছিলেন শূদ্র। তৎকালীন সন্ন্যাসীদের মধ্যে একটা প্রথা ছিল এই যে, সাধারণতঃ তাঁহারা শূদ্রের সেবা অঙ্গীকার করিতেন না। এই প্রথাটী যে নিতান্তই বাহিরের, সামাজিক প্রথা মাত্র, ভাগবত-ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার যে কোনও সম্বন্ধই নাই—প্রভুর মুখ হইতে তাহা প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে ভঙ্গিক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"পুরীগোসাঞিঃ শূদ্র সেবক কাহে তো রাখিলা ?" শুনিয়া স্বভাব-মধুর স্বরে প্রভু বলিলেন—"সার্ব্বভৌম ! শূদ্রের সেবা-গ্রহণ না করা সন্ন্যাসীদের একটা সামাজিক প্রথামাত্র ; ইহা লোকধর্ম্ম। ঈশ্বর পরম-স্বতন্ত্র, তাঁহার কৃপাও পরম-স্বতন্ত্রা ; ঈশ্বর বা ঈশ্বর-কৃপা লোকধর্ম্ম, এমন কি, বেদধর্ম্মদ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয় না। ঈশ্বর-কৃপা জাতি, কুল, বিদ্যা, ধন, মানাদির অপেক্ষা রাখে না—অপেক্ষা রাখে কেবল প্রীতির। যেখানে প্রীতি আছে, জাহ্নবী-ধারার ন্যায় ঈশ্বর-কৃপা সেখানেই অবাধ-গতিতে ধাবিত হয়। তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখ বিদুর ; বিদুর দাসীপুত্র, তাতে আবার দরিদ্র ; শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ; লৌকিক-লীলায় দ্বারকার অধিপতি ; হস্তিনাধিপতির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বিদুরের প্রীতির বশে হস্তিনা-নগরেই শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহে তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিলেন। বিদুরের তণ্ডুলকণায় শ্রীকৃষ্ণ যে আনন্দ পাইলেন, দুর্য্যোধনের রাজভোগেও তাহা পাইতেন কিনা সন্দেহ। আরও অদ্ভুত কথা। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গেলেন, বিদুর তখন গৃহে ছিলেন না ; বিদুর-পত্নীগণ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বসিবার আসন দিলেন। কিন্তু কি দিয়া তাঁকে অভ্যর্থনা করিবেন ? ঘরে যে কিছুই নাই ; দেখিলেন কয়েকটী কলা আছে। শ্রীকৃষ্ণকে কলা দিতে লাগিলেন। প্রেমে তাঁরা আত্মহারা, বাহ্যানুসন্ধান নাই ; কলার বাকল ছাড়াইয়া কৃষ্ণকে কলা দিবেন—কিন্তু প্রেম-বিহ্বলতায় করিয়া ফেলিলেন ঠিক বিপরীত, কলা ফেলিয়া বাকলই কৃষ্ণের মুখে দিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ প্রীতিরস-আস্বাদনে আত্মহারা—বাকল খাইতেছেন, কি কলা খাইতেছেন—তাহার অনুসন্ধানই তাঁহার নাই ; প্রীতিরস-মিশ্রিত বাকলই তাঁহার নিকটে অমৃত অপেক্ষা মধুর বোধ হইল।

বেদ-পরতন্ত্র—বেদের অধীন ; বেদবিহিত বিধি-নিষেধের অধীন।

১৩৬-৩৭। **স্নেহলেশাপেক্ষা**—একমাত্র প্রীতির অপেক্ষা, ঈশ্বরের কৃপা একমাত্র প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। **মর্য্যাদা**—গৌরববুদ্ধি-জনিত সম্মান। **কোটিসুখ**—কোটিগুণ অধিক সুখ। **স্নেহ-আচরণে**—প্রীতিময় ব্যবহারে। গৌরববুদ্ধিবশতঃ সম্মান প্রদর্শন করিলে যে সুখ পাওয়া যায়, প্রীতিময় ব্যবহারে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সুখ পাওয়া যায়। কারণ, মমত্ব-ভাবই সুখের হেতু ; প্রীতিময় ব্যবহারে যতটুকু মমত্ব-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, গৌরব-বুদ্ধিজনিত মর্য্যাদায় তাহা পাওয়া যায় না।

ঈশ্বর-কৃপা স্বতন্ত্রা হইলেও ঈশ্বর যেমন ভক্ত-পরাধীন, তাঁহার কৃপাও তেমনি প্রীতির অধীন। সেই ঈশ্বর-কৃপাই যখন অনুগ্রহা-শক্তিরূপে ভক্তের শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল-চিত্তে আবির্ভূত হইয়া অপরের প্রতি কৃপা প্রদর্শনের নিমিত্ত

এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন। | গোবিন্দ করিল প্রভুর চরণ-বন্দন ॥ ১৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভক্তকে প্রণোদিত করে, তখনও ঐ কৃপা স্বীয় স্বরূপগত ধর্ম—লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্মাদির অপেক্ষাহীনতা এবং একমাত্র প্রীতির অপেক্ষা—ত্যাগ করে না, করিতে পারেও না। তাই মহদ্ব্যক্তির কৃপাও বেদধর্ম্ম-লোকধর্ম্মাদির অপেক্ষা রাখে না, জাতি-কুল-ধন-মানাদির অপেক্ষা রাখে না—অপেক্ষা রাখে একমাত্র প্রীতির (কারণ, মহৎ-কৃপাও মহতের ভিতর দিয়া প্রকাশিত ঈশ্বর-কৃপাই। অথবা, মহতের অন্তঃকরণ শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বাত্মকই এবং সেই শুদ্ধসত্ত্বাত্মক চিত্ত হইতে উদ্ভূতা কৃপাও শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা—অপ্রাকৃত। ব্রাহ্মণ-শূদ্রাদি সংজ্ঞা হইল প্রাকৃত দেহেরই, জীব-স্বরূপের নহে; কৃপা উদ্বুদ্ধ হয় দেহীর প্রতি—দেহের প্রতি নহে; তাই ঈশ্বর-কৃপা বা মহৎ-কৃপা জাতি-কুলাদির অপেক্ষা রাখে না—জাতি-কুলাদির সম্বন্ধ কেবল দেহের সঙ্গে; এই কৃপা অপেক্ষা রাখে কেবল প্রীতির। ঈশ্বরের বা মহতের প্রতি যে প্রীতি, তাহার মুখ্য সম্বন্ধ হইতেছে দেহীর সহিত। প্রীতিমান্ দেহীর সম্বন্ধেই সময় সময় ভক্তের দেহের সম্বন্ধেও ঈশ্বরের বা মহতের কৃপার প্রকাশ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক) গোবিন্দের প্রীতি দেখিয়া পুরীগোস্বামী তাহার শূদ্রত্বের বিচার করেন নাই, তাহাকে নিজের সেবা দিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন—প্রীতি ও কৃপার গঙ্গা-যমুনার সম্মিলিত স্রোতে গোবিন্দের শূদ্রত্ব ভাসিয়া গেল।

এই কয়ারে পুরীগোস্বামিসম্বন্ধে ঈশ্বর-কৃপার অর্থ—পুরীগোস্বামীর ভিতর দিয়া প্রকাশিত এবং অনুগ্রহা-শক্তি বা মহৎ-কৃপারূপে পরিণত ঈশ্বর-কৃপা। পুরীগোস্বামী লৌকিক-লীলায় প্রভুর গুরু হইলেও পুরীগোস্বামীকেই ঈশ্বর বলা প্রভুর অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না; কারণ, গুরুতত্ত্ব ঈশ্বর-তত্ত্ব নহেন—ঈশ্বরের প্রিয়তম-ভক্ততত্ত্বমাত্র (ভূমিকায় গুরুতত্ত্ব প্রবন্ধ এবং ১।১।২৬-২৭, ২।১৮।১০৭ পয়ার এবং ২।১৮।৯-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

১৩৮। প্রভু যাহা বলিলেন, কার্য্যতঃ নিজেও তাহাই দেখাইলেন; গোবিন্দের জাতি-কুলাদির বিচার না করিয়া প্রীতিভরে তিনি তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

বস্তুতঃ জীব-স্বরূপের সঙ্গেই ভগবানের সম্বন্ধ। ভগবান্ প্রভু, জীব তাঁর দাস। জীব যে দেহকে আশ্রয় করিয়াই থাকুক না কেন—মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা—মানুষের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ আদি—যে কোনও দেহকেই আশ্রয় করুক না কেন—জীব সর্ব্বাবস্থাতেই ভগবদ্দাস; জীবের সঙ্গেই ভগবানের এই সেব্য-সেবক সম্বন্ধ, দেহের সঙ্গে নয়। এই তত্ত্বটী প্রকাশ করিবার নিমিত্তই ভক্ত-ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন:—"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥ পদ্যাবলী। ৭২।—আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই; আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থী নই, যতি নই; কিন্তু আমি নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণামৃতসমুদ্রস্বরূপ গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের দাসদাসানুদাস।" তাই, একমাত্র জীব-স্বরূপের এই সম্বন্ধের তত্ত্ব এবং এই সম্বন্ধ-প্রকটীকরণের মূলীভূত হেতুস্বরূপ প্রীতির মহিমা প্রদর্শনের নিমিত্তই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ব্রাহ্মণ-বিগ্রহে সন্ন্যাসলীলা প্রকট করিয়াও শূদ্রদেহাশ্রয়ী গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রভুর প্রতি গোবিন্দের কত প্রীতি এবং গোবিন্দের প্রতিই বা প্রভুর কত কৃপা, প্রভুর এই আলিঙ্গনেই তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই আলিঙ্গন দ্বারাই পরমদয়াল প্রভু গোবিন্দকে স্বরূপতঃ অঙ্গীকার করিয়াছেন। অঙ্গীকার না করিবেনই বা কেন? শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবা এবং সঙ্গদ্বারা যাঁহার চিত্তের সর্ব্ববিধ মলিনতা দূরীভূত হইয়াছে, শ্রীপাদের কৃপায় যাঁহার চিত্তে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়াছে এবং সর্ব্বোপরি—যাঁহার প্রীতির বশে ও যাঁহার বাৎসল্য-আস্বাদনের লোভে সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যাঁহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন—সেই ভাগ্যবান্ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী স্বয়ং যাঁহাকে প্রভুর সেবার জন্য পাঠাইয়াছেন, ভক্তবৎসল প্রভু তাঁহাকে অঙ্গীকার না করিয়া কি থাকিতে পারেন?

প্রভু কহে—ভট্টাচার্য্য ! করহ বিচার।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার ॥ ১৩৯
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়।
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায় ? ॥ ১৪০
ভট্টাচার্য্য কহে—গুরু আজ্ঞা বলবান্।
গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—শাস্ত্র পরমাণ ॥ ১৪১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৩৯-৪০। আলিঙ্গনদ্বারা অন্তরে গোবিন্দকে অঙ্গীকার করিলেও বাহ্য-অঙ্গীকার-বিষয়ে প্রভু একটা তর্ক উত্থাপিত করিলেন।

প্রভু বলিলেন—"সার্ব্বভৌম ! শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী আমার দীক্ষাগুরু; গোবিন্দ তাঁহার সেবক, তাই আমার মান্য ব্যক্তি। এই গোবিন্দদ্বারা আমার নিজের সেবা করাইয়া লওয়া সঙ্গত হয় না। অথচ, ইঁহার সেবা গ্রহণ করার নিমিত্ত শ্রীপাদও আদেশ করিয়াছেন। যদি গ্রহণ না করি, তাহা হইলে গুরুর আজ্ঞা-লঙ্ঘনজনিত অপরাধের সম্ভাবনা। এই অবস্থায় আমার কি করা কর্ত্তব্য—সার্ব্বভৌম, বিচার করিয়া আমাকে উপদেশ দাও।"

প্রভুর এই এক রঙ্গ। যিনি অনন্ত জ্ঞানের আধার, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, সমস্ত সমস্যার সমাধান যাঁহাতে অবস্থিত, যাঁহার কৃপাভাসে জটিলতম সমস্যারও অনায়াসে সমাধান হইয়া যায়—তিনি সমস্যার সমাধান চাহিতেছেন, তাঁহারই কৃপাভিখারী সার্ব্বভৌমের নিকটে ! স্বীয় ভক্তের মহিমা বাড়াইতেই রঙ্গিয়া-প্রভুর এত সব রঙ্গ।

১৪১। প্রভুর রঙ্গ-রস-লালসা দেখিয়া সুচতুর সার্ব্বভৌম বোধ হয় মনে মনে একটু হাসিলেন; বুঝিলেন—তাঁহার মুখ দিয়াই প্রভু এই সমস্যার সমাধান প্রকাশ করাইতে ইচ্ছুক। প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া রায়-রামানন্দের ভাষায় সার্ব্বভৌম বোধ হয় মনে মনে বলিলেন—প্রভু "আমি নট, তুমি সূত্রধার। যেমত নাচাহ, তৈছে চাহি নাচিবার॥ মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী। তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি ॥ ২।৮।১০৪-৫ ॥" কয়েক বৎসর পরে ভক্তিসন্দর্ভ-প্রণয়ন-কালে শ্রীজীব-গোস্বামীর চিত্তে গুরুর আচরণ ও আদেশ সম্বন্ধে প্রভু যে সিদ্ধান্ত স্ফুরিত করিয়াছিলেন, সার্ব্বভৌমের চিত্তে যে তাহা স্ফুরিত করেন নাই, তাহা মনে করা বোধ হয় সঙ্গত হইবে না। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, সময়-বিশেষে গুরুর আদেশ—এমন কি আচরণও—শিষ্যের বিচারের বিষয় হইয়া পড়ে এবং হওয়া দরকারও। শ্রীজীবচরণ লিখিয়াছেন—"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৩৮।—যে গুরু গর্হিত আচরণে রত, যে গুরু কোন্‌টী কার্য্য আর কোন্‌টী অকার্য্য তাহা জানে না এবং যে গুরু উৎপথগামী—সেই গুরুকে পরিত্যাগ করাই সঙ্গত।" এ স্থলে গুরুর আচরণের বিচার বিহিত হইয়াছে; বিচার না করিলে কিরূপে স্থির করা যাইবে—পরিত্যাগ সঙ্গত কিনা ? আবার গুরুর আদেশ-সম্বন্ধে নারদ-পঞ্চরাত্রের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব-চরণ লিখিয়াছেন, "যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৩৮।—যে গুরু অন্যায় কথা বলেন, (অসঙ্গত আদেশ করেন) এবং যে শিষ্য তাহা শুনেন (বা পালন করেন) তাঁহাদের উভয়কেই অনন্তকাল ঘোর-নরক ভোগ করিতে হয়।" এ স্থলেও গুরুর আদেশের বিচার বিহিত হইয়াছে; বিচার না করিলে আদেশ সঙ্গত কি অসঙ্গত তাহা কিরূপে বুঝা যাইবে ?

বলি-মহারাজের আচরণে ইহার দৃষ্টান্তও আমরা পাই। শ্রীভগবান্ বামনরূপে যখন বলিকে ছলনা করিতে আসেন, তখন বলি-মহারাজের গুরু শুক্রাচার্য্য বলিকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন—বামনদেবের কোনও কথায় প্রতিশ্রুতি দিতে। বলি গুরুর আদেশ উপেক্ষা করিয়াও বামনদেবের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারাই শ্রীহরির কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্যের আদেশ ছিল ভক্তিবিরোধী, ভগবৎসেবার প্রতিষেধক—সুতরাং অন্যায়; তাই তাহার লঙ্ঘনে বলির অপরাধ হয় নাই, মঙ্গল হইয়াছে। অবিচারে—গুরুর আদেশ বলিয়াই যদি তিনি শুক্রাচার্য্যের আদেশ পালন করিতেন, তাহা হইলে ভগবৎকৃপা হইতেই বঞ্চিত হইতেন।

শ্রীজীবগোস্বামীর উক্তি এবং বলি-মহারাজের দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়, গুরুর আদেশও নির্ব্বিচারে পালনীয়

তথাহি রঘুবংশে (১৪।৪৬)—
স শুশ্রুবান্ মাতরি ভার্গবেণ
পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগ্রহীদগ্রজশাসনং তৎ
আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া॥ ৪

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

স ইতি। পিতুর্নিয়োগাৎ শাসনাৎ ভার্গবেণ জামদগ্ন্যেন কর্ত্রা ন লোকেত্যাদিনা ষষ্ঠীপ্রতিষেধঃ মাতরি দ্বিষতীব দ্বিষদ্বৎ তত্র তস্যেবেতি বতিপ্রত্যয়ঃ। প্রহৃতং প্রহারং শুশ্রুবান্ শ্রুতবান্ ভাষায়াং সদবসশ্রুব ইতি ক্বসুপ্রত্যয়ঃ। স লক্ষ্মণঃ তৎ অগ্রজশাসনং প্রত্যগ্রহীৎ হি যস্মাৎ গুরূণামাজ্ঞা অবিচারণীয়া। মল্লীনাথ। ৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

নহে। শ্রীল-নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয়ও তাঁহার প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকায় বলিয়া গিয়াছেন—"সাধুশাস্ত্র গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেমমাঝে॥—গুরুদেব যাহা আদেশ করিবেন, তাহা যদি শাস্ত্রসম্মত হয় এবং স্ব-সম্প্রদায়ী সাধুগণের অনুমোদিত হয়, তবেই তাহা পালনীয়।" অশেষ-শাস্ত্রপারদর্শী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ-কৃপাভাজন সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও তাহা জানিতেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ যে স্বতন্ত্র—সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত, তাহাও তিনি জানিতেন; আর প্রভু যে গোবিন্দকে আলিঙ্গন দ্বারা অন্তরে অঙ্গীকারই করিয়াছেন, বাহিরেও অঙ্গীকার করিতে একান্তই উৎসুক, তাহাও তিনি জানিতেন এবং শ্রীপাদ পুরীগোস্বামীর আদেশও যে একটু লোকাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ভক্তিবিরোধী নহে, তাহাও তিনি জানিতেন। আরও জানিতেন—পরশুরাম-অবতারে ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়াই শ্রীভগবান্ পিতার আদেশে মাতার অঙ্গেও কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন—আর শ্রীরাম-অবতারেও ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণরূপে সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মনে করিলেন—উক্ত দুইবারেই যখন ভগবান্ নির্ব্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিয়াছেন, তখন এইবারই বা আর বিচারের প্রয়োজন কি? তাই বোধ হয় প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া এবং পূর্ব্ব-আচরণ স্মরণ করিয়াই সার্ব্বভৌম বলিলেন—"গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে শাস্ত্রপরমাণ॥" এবং এই উক্তির প্রমাণরূপে রঘুবংশ হইতে একটী শ্লোকও উচ্চারণ করিলেন। তিনি কোনও ভক্তিশাস্ত্রের শ্লোক বা কোনও ঋষিবাক্য উচ্চারণ করিলেন না। (পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক, গুরু-আজ্ঞা যে কোনও স্থানেই বলবতী হইবে না, তাহা নহে; গুরু-আজ্ঞা বলবতী হওয়ারও স্থান আছে। গুরুর আদেশ শাস্ত্রসম্মত হইলেও আমরা অনেক সময়ে আমাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা, আমাদের লাভ ক্ষতির কথা বিবেচনা করিয়া তাহা পালন করিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকি। যাহা পালন করিতে গেলে আমাদের বিষয়-ব্যাপারে হয়তো কিছু ক্ষতি বা অসুবিধা জন্মিতে পারে, অথবা নিজের দৈহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতাদির কিছু ব্যাঘাত জন্মিতে পারে—শ্রীগুরুদেব যদি কোনও শাস্ত্রসম্মত আদেশও করেন, তাহা হইলে আমরা অনেক সময়ে—অন্ততঃ মনে মনে—বলিয়া থাকি—"এমন সময়ে এরূপ একটা আদেশ দেওয়া গুরুদেবের পক্ষে উচিত হয় নাই; ঐরূপ আদেশ না দিয়া এইরূপ আদেশ দিলেই ঠিক হইত; ইত্যাদি।"—নিজের সুবিধা অসুবিধার দিকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া গুরুদেবের শাস্ত্রসম্মত আদেশ সম্বন্ধেও এই জাতীয় বিচারের সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—"গুরু আজ্ঞা বলবান্। গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে।" ইহার মর্ম্ম এই যে—গুরুদেব যাহা আদেশ করিবেন, তাহা যদি শাস্ত্রসম্মত এবং ভক্তির অনুকূল হয়, তাহা হইলে নিজের সুখ-সুবিধা বা লাভ ক্ষতির বিষয়ে কোনওরূপ চিন্তা না করিয়াই তাহা পালন করিবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে—ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামীর উক্তির, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় শ্রীলঠাকুরমহাশয়ের উক্তির, নারদপঞ্চ-রাত্রের উক্তির এবং বলি-মহারাজের দৃষ্টান্তের সহিত রঘুবংশের "আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া"-এই উক্তির এবং সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের-"গুরু-আজ্ঞা বলবান্। গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—"ইত্যাদি উক্তির সমন্বয় থাকে না; যে সিদ্ধান্তে সকল বিষয়ের সমন্বয় থাকে না, সে সিদ্ধান্তও সমীচীন বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না।

শ্লো। ৪। অন্বয়। পিতুঃ (পিতার) নিয়োগাৎ (আদেশে) ভার্গবেণ (পরশুরাম কর্ত্তৃক) মাতরি

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

(মাতায়—পরশুরামের জননীতে) দ্বিষদ্বৎ (শত্রুর ন্যায়) প্রহৃতং (প্রহার—প্রহারের কথা) শুশ্রুবান্ (শ্রবণকারী) সঃ (সেইব্যক্তি—লক্ষ্মণ) তৎ (সেই—সীতাদেবীর বনবাস-সম্বন্ধীয়) অগ্রজশাসনং (অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ) প্রত্যগ্রহীৎ (গ্রহণ করিয়াছিলেন—পালন করিয়াছিলেন) হি (যেহেতু) গুরূণাং (গুরুজনের) আজ্ঞা (আদেশ) অবিচারণীয়া (বিচারের বিষয়ীভূত নহে)।

অনুবাদ। পিতার আদেশে পরশুরাম স্বীয় জননীকে শত্রুর ন্যায় প্রহার (শিরশ্ছেদন) করিয়াছিলেন—ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের (সীতাকে বনে লইয়া যাইয়া ত্যাগ করার) আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন ; যেহেতু, গুরুজনের আজ্ঞা অবিচারণীয়া (বিচারের বিষয়ীভূত হইতে পারে না)। ৪

পরশুরামের মাতা রেণুকা ব্যভিচারদোষে দুষ্টা হইলে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য পরশুরামের পিতা জমদগ্নি পরশুরামকে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে পরশুরাম—লোকে শত্রুকে যেভাবে হত্যা করে, তদ্রূপ নৃশংসভাবে—কুঠারের আঘাতে নিজের মাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন ; তিনি মনে করিয়াছিলেন—পিতা গুরুজন, তাঁহার আদেশ কোনওরূপ বিচার না করিয়াই পালন করিতে হয়।

লঙ্কেশ্বর রাবণকে সবংশে নিহত করিয়া শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাদেবীকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন ভরত শ্রীরামের হস্তেই রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। একদিন এক গুপ্তচর আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে জানাইল যে, নগরমধ্যে কেহ কেহ—সীতাদেবী দীর্ঘকাল রাবণের অধীনে ছিলেন বলিয়া—সীতাদেবীর চরিত্র-সম্বন্ধে এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া রাজরাণী করিয়াছেন বলিয়া স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রসম্বন্ধেও কাণাঘুষা করিতেছে। শুনিয়া রামচন্দ্র ভাবিলেন—"যদিও আমি জানি, সীতাদেবীর চরিত্রে কলঙ্কের ছায়ামাত্রও নাই, তথাপি লোকে কিন্তু তাহা বুঝিবে না ; সাধারণ লোক সীতাদেবীকে সন্দেহের চক্ষুতেই দেখিবে এবং আমি তাহাকে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, নগরের মধ্যে কোনও নারী দুশ্চরিত্রা হইলে, আমাকেই আদর্শস্থানীয় মনে করিয়া তাহার স্বামীও তাহাকে গ্রহণ করিবে ; ইহাদ্বারা নারীদের মধ্যে সংযম শিথিল হইয়া যাইবে, আমার রাজ্যমধ্যে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইবে। তাই, প্রজাসাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত নিরপরাধিনী সীতাকেই আমায় বর্জ্জন করিতে হইবে ; তাহাতে আমার হৃৎপঞ্জর ছিঁড়িয়া যাইবে সত্য ; কিন্তু ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা রাজার ধর্ম্ম নয় ; প্রজারঞ্জনই রাজার ধর্ম্ম।" এইরূপ ভাবিয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ডাকিয়া সমস্ত কথা অকপটে প্রকাশ করিলেন এবং বাল্মীকির তপোবন দর্শন করাইবার ছলে সীতাকে লইয়া গিয়া সেইস্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসার জন্য আদেশ করিলেন। রামচন্দ্রের আদেশ লক্ষ্মণের মনঃপূত হইল না ; কিন্তু তিনি শুনিয়াছিলেন—পরশুরাম পিতার আদেশে স্বীয় জননীকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি মনে করিলেন—"শ্রীরামচন্দ্র আমার গুরুজন—জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতৃতুল্য ; পিতার আদেশে পরশুরাম স্বীয় জননীকে হত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন ; পিতৃতুল্য শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে আমাকেও মাতৃতুল্যা সীতাদেবীকেও বর্জ্জন করিয়া আসিতে হইবে। কারণ, পরশুরামের আচরণ হইতেই জানা যাইতেছে—গুরুজনের আদেশ কাহারও বিচারের বিষয়ীভূত হইতে পারে না—এই আদেশ সঙ্গত কি অসঙ্গত, গুরুজনের আদেশ সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করা সঙ্গত নহে।" এইরূপ বিবেচনা করিয়া লক্ষ্মণ অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পালন করিলেন।

এই শ্লোকে গুরু সম্বন্ধে যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল শ্রীপরশুরাম এবং শ্রীলক্ষ্মণের আচরণ সম্বন্ধে। পরশুরামের মাতৃহত্যা—তাঁহার নিজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে—নিতান্ত বিসদৃশ মনে হইলেও সমস্ত সমাজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সমাজ-সংস্কারকদের বা সমাজ-হিতৈষীদের দৃষ্টিতে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া হয়তো বিবেচিত হইবে না ; কোনও রমণী ব্যভিচারিণী হইলে তাহার নিজের সন্তানও যে তাহাকে ক্ষমা করেনা—পশুরামের আচরণ হইতে সমাজ তাহা শিখিয়াছে। আর ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে গেলে সীতার বনবাসে রামের ও লক্ষ্মণের চরিত্রে প্রেমহীনতা ও নির্ম্মমতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু এস্থলে তাঁহাদের আচরণের বিচার করিতে হইবে—প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত, প্রজাদের মধ্যে সামাজিক ও চরিত্রগত বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য শ্রীরামের উৎকণ্ঠার দিকে লক্ষ্য

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার।
আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার ॥ ১৪২
'প্রভুর প্রিয় ভৃত্য' করি সভে করে মান।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ১৪৩
ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া দুই হরিদাস।
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥ ১৪৪
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন ॥ ১৪৫
আরদিন মুকুন্দদত্ত কহে প্রভুর স্থানে—।
ব্রহ্মানন্দভারতী আইলা তোমার দর্শনে ॥ ১৪৬
আজ্ঞা দেহ যদি, তাঁরে আনিয়ে এথাই।
প্রভু কহে—গুরু তেঁহো, যাব তাঁর ঠাঞি ॥ ১৪৭
এত বলি মহাপ্রভু সব-ভক্ত-সঙ্গে।
চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগে ॥ ১৪৮
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগ-চর্ম্মাম্বর।
তাহা দেখি প্রভুর দুঃখ হইল অন্তর ॥ ১৪৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

রাখিয়া। সীতার বনবাসে স্বামীর বা দেবরের কর্ত্তব্য হয়তো ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; কিন্তু রাজার কর্ত্তব্যের অক্ষুণ্ণতা রক্ষিত হইয়াছে, শ্রীরামচন্দ্রের রাজোচিত গুণাবলী উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। তাই এই দুই স্থানেই গুরুজনের আজ্ঞার অবিচারণীয়তা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; এস্থলে যে দুইটী বিষয়ে গুরুজনের আদেশের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কোনটীই ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বিষয় নহে; পরন্তু শ্রীজীবগোস্বামী-আদির যে ব্যবস্থা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ভক্তিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা; সুতরাং সাধকদের পক্ষে তাহারই সমাদর বেশী হইবে।

১৪২-৪৫। সার্ব্বভৌমের উক্তি শুনিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং গোবিন্দকে প্রকাশ্যেই অঙ্গীকার করিয়া নিজের শ্রীঅঙ্গ-সেবার অধিকার দিলেন।

প্রভুর কৃপা পাইয়া গোবিন্দ নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং প্রাণ-মন ঢালিয়া দিয়া প্রভুর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। নিজের সুখ-দুঃখের বিচার নাই, নিজের মঙ্গলামঙ্গলের বিচার নাই, নিজের অপরাধের বিচার পর্য্যন্ত গোবিন্দের নাই; তাঁহার একমাত্র বিচার—কিসে প্রভুর সুখ হইবে। এই প্রভু-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাদ্বারা গোবিন্দ প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিলেন; অপর সকলেও তাঁহাকে প্রভুর অত্যন্ত **প্রিয়ভক্ত** বলিয়া বিশেষ মান্য করিত।

গোবিন্দ প্রভুর সেবা করেন, আর প্রভুর দর্শনে যত বৈষ্ণব আসেন, সকলের সমস্ত **সমাধান**—সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যের নির্ব্বাহ করেন। প্রভুর সেবক আরও ছিলেন—রামাই, নন্দাই প্রভৃতিও প্রভুর সেবক; কিন্তু গোবিন্দের আনুগত্যেই তাঁহারা প্রভুর সেবা করিতেন; ভাগ্যবান্ গোবিন্দই ছিলেন প্রভুর প্রধান সেবক।

ছোট বড় ইত্যাদি—প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে হরিদাস-নামে দুইজন ভক্ত ছিলেন—কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাস এবং প্রসিদ্ধ-নামকীর্ত্তনকারী বড় হরিদাস (হরিদাস ঠাকুর)। গোবিন্দ ইঁহাদের সর্ব্ব-সমাধান করিতেন। রামাই এবং নন্দাই গোবিন্দের সঙ্গে থাকিয়াই প্রভুর সেবা করিতেন। হরিদাসদ্বয় কীর্ত্তনাদি দ্বারা প্রভুর সেবা করিতেন।

১৪৬। এক্ষণে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর প্রতি কৃপার কথা বলিতেছেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সতীর্থ (গুরুভাই); তাই তিনি ছিলেন লৌকিক-লীলায় প্রভুর গুরুপর্য্যায়ভুক্ত।

তোমার দর্শনে—তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত।

১৪৭। গুরু তেঁহো—তিনি আমার গুরু-পর্য্যায়ভুক্ত (পূর্ব্ব পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **যাব তাঁর ঠাঞি**—তাঁহাকে আমার নিকটে লইয়া আসা সঙ্গত হয় না; আমিই তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার দর্শন করিব; কারণ, আমি তাঁহার শিষ্যস্থানীয়।

১৪৯। পরিয়াছে—পরিধান করিয়াছেন। **মৃগচর্ম্মাম্বর**—মৃগচর্ম্মরূপ অম্বর বা কাপড়। ব্রহ্মানন্দ-ভারতী

দেখিয়াও ছদ্ম কৈল—যেন দেখি নাই।
মুকুন্দেরে পুছে—কোথায় ভারতীগোসাঞি?॥১৫০
মুকুন্দ কহে—এই আগে দেখ বিদ্যমান।
প্রভু কহে—তেঁহো নহে, তুমি অগেয়ান॥ ১৫১
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান।
ভারতীগোসাঞি কেনে পরিবেন চাম?॥ ১৫২
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে—।
মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইঁহারে॥ ১৫৩
ভাল কহে,—চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি॥ ১৫৪
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইলা জানিঞা অন্তর॥ ১৫৫
চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন।
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণ বন্দন॥ ১৫৬
ভারতী কহে—তোমার আচার লোক শিখাইতে।
পুন না করিবে নতি, ভয় পাঙ্ চিতে॥ ১৫৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী-টীকা।

কাপড় পরিতেন না, মৃগচর্ম্ম পরিতেন। **তাহা দেখি** ইত্যাদি—ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর পরিধানে মৃগচর্ম্ম দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল, ভারতীর গর্ব্ব জানিয়া (১৫৪ পয়ার দ্রষ্টব্য)।

১৫০। ছদ্ম—ছল। ব্রহ্মানন্দভারতী প্রভুর গুরুস্থানীয়, তাঁহার চর্ম্মাম্বর দম্ভের পরিচায়ক বলিয়া প্রভু পছন্দ করিলেন না; অন্য কাহারও পরিধানে চর্ম্মাম্বর দেখিলে হয়তো প্রভু তাহাকে তিরস্কার করিয়া চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিতে বলিতেন; কিন্তু গুরুস্থানীয় ব্রহ্মানন্দকে তিরস্কারও করিতে পারেন না, আদেশও করিতে পারেন না; তাই প্রভু এক কৌশলময় ছলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি ভারতীকে দেখিয়াও এমন ভাব প্রকাশ করিলেন—যেন দেখেন নাই; তাই প্রভু মুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভারতী-গোস্বামী কোথায় আছেন?" তাৎপর্য্য এই যে—চর্ম্মাম্বর-পরিহিত যিনি সাক্ষাতে দণ্ডায়মান, তাঁহাকে তিনি ভারতী-গোস্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন।

১৫১-৫২। অগেয়ান—অজ্ঞান। **তেঁহো নহে**—ইনি তিনি (ভারতী গোঁসাই) নহেন। **ভারতী গোঁসাই কেনে** ইত্যাদি—চর্ম্মাম্বর দম্ভের পরিচায়ক—"আমি এত ত্যাগী যে, সামান্য বস্ত্রখানাও ব্যবহার করি না, পশুচর্ম্মেই লজ্জা নিবারণ করি"—এইরূপ দম্ভের পরিচায়ক; ভারতী-গোস্বামী কখনও এত বড় দাম্ভিক হইতে পারেন না। তিনি চর্ম্মাম্বর পরিতে পারেন না; তুমি অন্য কোনও দাম্ভিক ব্যক্তিকে ভারতীগোস্বামী বলিতেছ। **চাম**—চর্ম্ম, চামড়া।

১৫৩-৫৪। না ভায়—ভাল লাগে না; পছন্দ করেন না। **ভাল কহে**—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা বলিতেছেন, তাহা সঙ্গত কথাই। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কি বলিতেছিলেন? **চর্ম্মাম্বর** ইত্যাদি—ত্যাগের দম্ভ প্রকাশের জন্যই চর্ম্মাম্বর পরা হয়; ইহা যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতেছেন, তাহা সত্য কথাই। **চর্ম্মাম্বর-পরিধানে** ইত্যাদি—চর্ম্মাম্বর পরিধান করিলেই কেহ সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার পাইতে পারেন না; ইহাতে বরং কেবল দম্ভই প্রকাশ পায়।

১৫৫-৫৬। উক্তরূপ চিন্তা করিয়া ভারতী স্থির করিলেন—তিনি আর চর্ম্মাম্বর পরিবেন না। অন্তর্য্যামী প্রভু ভারতীর মনের কথা জানিতে পারিলেন; জানিয়া একখানা কাপড়ের বহির্ব্বাস আনাইলেন; ভারতী তাহা গ্রহণ করিয়া চর্ম্মাম্বর ত্যাগ করিলেন এবং বহির্ব্বাস পরিধান করিলেন; তখন প্রভু আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

যাহাতে দম্ভ প্রকাশ পায়, এরূপ কোনও আচরণ করা সঙ্গত নহে এবং দম্ভের নিকটে মস্তক অবনত করাও সঙ্গত নহে—এস্থলে প্রভু তাহাই শিক্ষা দিলেন। যেখানে দম্ভ, ভগবান্ সেখানে নাই। "অভিমানী ভক্তিহীন।"

১৫৭। প্রভু ভারতীকে প্রণাম করিলে ভারতী প্রভুকে বলিলেন—"গুরু-পর্য্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্তই তুমি আমাকে নমস্কার করিলে; তাই আমিও তাহা গ্রহণ করিলাম; কিন্তু দ্বিতীয়বার আর আমাকে তুমি নমস্কার করিও না; তোমার নমস্কার গ্রহণ করিলে আমার অপরাধ হইবে বলিয়া আমি ভয় করিতেছি।" **নতি**—নমস্কার। **চিতে**—চিত্তে, মনে।

সম্প্রতিক দুই ব্রহ্ম ইহাঁ চলাচল—।
জগন্নাথ অচল ব্রহ্ম—তুমি ত সচল ॥ ১৫৮
তুমি গৌরবর্ণ—তেঁহো শ্যামল-বরণ।
দুইব্রহ্মে কৈল সব-জগত-তারণ ॥ ১৫৯
প্রভু কহে—সত্য কহ, তোমার আগমনে।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ১৬০
ব্রহ্মানন্দ-নাম তুমি গৌরব্রহ্ম চল।
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসি আছে অচল ॥ ১৬১
ভারতী কহে—সার্ব্বভৌম! মধ্যস্থ হইয়া।
ইঁহার সহ আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া ॥ ১৬২
ব্যাপ্য-ব্যাপক-ভাবে জীব ব্রহ্ম জানি।
জীবব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক শাস্ত্রেতে বাখানি ॥ ১৬৩
চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈলে আমার শোধন।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এই ত কারণ ॥ ১৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৫৮-৫৯। প্রভুর কৃপায় ভারতীর দম্ভ দূরীভূত হইলে তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল হইল; সেই নির্ম্মল চিত্তে প্রভুর তত্ত্ব স্ফুরিত হইল; তাই ভারতীগোস্বামী প্রভুর স্তুতি করিয়া বলিতে লাগিলেন—"বর্ত্তমান সময়ে নীলাচলে সচল ও অচল এই দুই ব্রহ্ম প্রকট হইয়াছেন; জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ আপনা হইতে কোথাও গমনাগমন করেন না বলিয়া তিনি অচলব্রহ্ম, শ্যামবর্ণ বলিয়া তাঁহাকে শ্যামব্রহ্মও বলা যায়। আর তুমি গৌরবর্ণ গৌরব্রহ্ম—জীবনিস্তারের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছ; সুতরাং তুমি সচল ব্রহ্ম।"

সম্প্রতিক—বর্ত্তমান সময়ে। **ইহাঁ**—এই নীলাচলে। **চলাচল**—চল ও অচল; যিনি চলা ফিরা করেন, তিনি এবং যিনি একস্থানেই আছেন, চলা ফিরা করেন না, তিনি। **অচল ব্রহ্ম**—জগন্নাথের শ্রীবিগ্রহ চলাফেরা করেন না বলিয়া অচল ব্রহ্ম। তিনি শ্যামবর্ণ। **দুই ব্রহ্মে** ইত্যাদি—দুইব্রহ্মই জগদ্বাসী লোকের উদ্ধার সাধন করেন; শ্রীজগন্নাথ দর্শনকামীদিগকে দর্শন দিয়া এবং শ্রীগৌর সকলকে নামপ্রেম দিয়া উদ্ধার করেন।

১৬০-৬১। চতুর-চূড়ামণি প্রভু ভারতীর কথা দিয়াই ভারতীর কথার উত্তর দিলেন। প্রভু বলিলেন—"ভারতী, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্যই; পূর্ব্বে নীলাচলে এক ব্রহ্মই—শ্রীজগন্নাথের শ্রীবিগ্রহরূপ এক শ্যামব্রহ্মই বর্ত্তমান ছিলেন; এক্ষণে তোমার আগমনে শ্যামব্রহ্ম ও গৌরব্রহ্ম—দুই ব্রহ্মই এস্থানে প্রকট হইলেন। শ্যামব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ তো আছেনই—আর ব্রহ্মানন্দ নামক তুমিও ব্রহ্ম; তোমার বর্ণ গৌর বলিয়া তুমিই গৌরব্রহ্ম।"

ব্রহ্মানন্দ-নাম ইত্যাদি—তোমার নাম ব্রহ্মানন্দ বলিয়া তোমাকেও ব্রহ্ম বলা যায়; আর বর্ণ গৌর বলিয়া তোমাকে গৌরব্রহ্মও বলা চলে; ইতস্ততঃ চলাফেরা করিতে পার বলিয়া তোমাকে সচল গৌরব্রহ্ম বলা যায়।

ব্রহ্মানন্দ প্রভুর তত্ত্বই বলিয়াছিলেন; প্রভু তত্ত্বতঃই ব্রহ্ম ছিলেন; কিন্তু ব্রহ্মানন্দ তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম ছিলেন না। কিন্তু প্রভু যাহা বলিলেন, তাহার যথাশ্রুত অর্থে—ভারতীগোস্বামীকে প্রভু স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়াছেন বলিয়া মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে প্রভু তাঁহাকে তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম বলিয়া প্রকাশ করেন নাই; "ব্রহ্মানন্দ-নাম তোমার" ইত্যাদি প্রভুবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে—তোমার নান ব্রহ্মানন্দ, সংক্ষেপে তোমাকে "ব্রহ্ম" বলা যায়; প্রভুর কথিত "ব্রহ্ম" তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম নহে—ইহা ভারতীগোস্বামীর নামের সংক্ষেপমাত্র। প্রভুর কথিত দুই ব্রহ্মের এক ব্রহ্ম—স্বরূপতঃ ব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথ, আর ব্রহ্ম ব্রহ্মনামক ব্রহ্মানন্দভারতী। নচেৎ সিদ্ধান্তে দোষ জন্মে; কারণ, জীবকে ব্রহ্ম বা ভগবান্ বলিলে অপরাধ হয়—ইহা প্রভুরই বাক্য—"যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম। সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥ ২।১৮।১০৭ ॥ প্রভু কহে—বিষ্ণু বিষ্ণু ইহা না কহিয়। জীবাধমে কৃষ্ণজ্ঞান কভু না করিয় ॥ ২।১৮।১০৪ ॥"

১৬২-৬৪। প্রভুর কথা শুনিয়া ভারতীগোস্বামী সার্ব্বভৌমকে মধ্যস্থ মানিয়া তাঁহাদের এই কোন্দল মিটাইয়া দিতে বলিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় বাক্যের সমর্থনার্থ যুক্তিও প্রদর্শন করিলেন। তিনি বলিলেন—"ব্রহ্ম ব্যাপক—নিয়ন্তা, আর জীব ব্যাপ্য—ব্রহ্মকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত; ইহাই জীব ও ব্রহ্মে সম্বন্ধ। দম্ভনিবন্ধন-অজ্ঞতাবশতঃ আমি চর্ম্মাম্বর পরিয়া থাকিতাম; ইনি (প্রভু) আমার অজ্ঞতা দূরীভূত করিয়া চর্ম্মাম্বর ঘুচাইয়াছেন, আমি তাঁহার এই

মহাভারতে দানধর্ম্মে, বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রে

(১২৭।৭৫)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ৫

এই সব নামের ইঁহো হয় নিজাস্পদ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর শ্রীভুজে অঙ্গদ ॥ ১৬৫
ভট্টাচার্য্য কহে ভারতী দেখি তোমার জয়।
প্রভু কহে যেই কহ সেই সত্য হয় ॥ ১৬৬
গুরু-শিষ্য ন্যায়ে সত্য শিষ্য-পরাজয়।
ভারতী কহে এহো নহে অন্য হেতু হয় ॥ ১৬৭
ভক্ত ঠাঁই তুমি হার এ তোমার স্বভাব।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥ ১৬৮
আজন্ম করিল আমি নিরাকার ধ্যান।
তোমা দেখি কৃষ্ণ হইলা মোর বিদ্যমান ॥ ১৬৯
কৃষ্ণ-নাম মুখে স্ফুরে মনে নেত্রে কৃষ্ণ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ ॥ ১৭০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শাসন মানিয়া লইয়াছি; ইনি যে আমার নিয়ন্তা বা ব্যাপক এবং আমি যে ইঁহা কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা ব্যাপ্য—এই চর্ম্মাম্বর-সম্বন্ধীয় ঘটনাই তাহার প্রমাণ; সুতরাং আমি যে জীব এবং ইনি যে ব্রহ্ম—ইহাতে আর সন্দেহ কি আছে?”

ন্যায়—বিচার। **ব্যাপ্য**—যাহা অন্য বস্তু দ্বারা ব্যাপিত বা আচ্ছাদিত হয়; অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্তু; নিয়ন্ত্রিত হওয়ার যোগ্য বস্তু। **ব্যাপক**—যাহা অন্য বস্তুকে ব্যাপিয়া বা আচ্ছাদন করিয়া থাকে; বৃহদ্ বস্তু; নিয়ন্তা। প্রভু যে ব্যাপক, ব্রহ্ম, ভগবান্, মহাভারতের শ্লোকদ্বারা তাঁহার প্রমাণও দিতেছেন।

শ্লোক। ৫। অন্বয়। অন্বয়াদি ১।৩।৮ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

১৬৫। এই সব নামের—সুবর্ণবর্ণো ইত্যাদি শ্লোকোক্ত নামসমূহের; এই শ্লোকে আটটী নাম আছে; এই আটটী নামই শ্রীমন্মহাপ্রভুতে প্রয়োজ্য (১।৩।৮ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। **ইহো হয়** ইত্যাদি—শ্রীচৈতন্যই এই আটটী নামের স্থান; এই আটটী নাম তাঁহাতেই প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তরূপে ভারতীগোস্বামী কেবল একটী—চন্দনাঙ্গদী—নামের যাথার্থ্য দেখাইতেছেন; **চন্দনাক্ত** ইত্যাদি—মহাপ্রভু জগন্নাথের চন্দনলিপ্ত প্রসাদী ডোর অঙ্গদের ন্যায় দুই ভুজে ব্যবহার করেন; এই চন্দনলিপ্ত প্রসাদীডোরকেই চন্দনাঙ্গদ বলা যায়; কাজেই প্রভু হইলেন চন্দনাঙ্গদী—চন্দনাঙ্গদ আছে যাঁহার, তাদৃশ ব্যক্তি। **চন্দনাক্ত**—চন্দনলিপ্ত; চন্দন-মাখান। **প্রসাদ-ডোর**—শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী (ব্যবহৃত) ডোর। **দ্বিভুজে**—দুই বাহুতে। **অঙ্গদ**—অঙ্গদের আকারে পরিহিত।

১৬৬-৬৭। ভারতীগোস্বামীর কথা শুনিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন—“ভারতী, বিচারে তোমারই জয় হইল দেখিতেছি। (অর্থাৎ প্রভু যে ব্রহ্ম, আর তুমি যে জীব—ইহাই সত্য)।” মধ্যস্থ সার্ব্বভৌম তাঁহার মীমাংসা জানাইলেন; শুনিয়া প্রভু সার্ব্বভৌমের কথারই অন্যরূপ অর্থ করিয়া নিজের উক্তির যাথার্থ্য দেখাইতে চেষ্টা করিলেন। প্রভু বলিলেন—“সার্ব্বভৌম! তুমি যে বলিলে—ন্যায়-বিষয়ে ভারতীরই জয় হইয়াছে এবং আমারই পরাজয় হইয়াছে, ইহা সত্যই। কারণ, ভারতীগোস্বামী হইলেন আমার গুরু—(গুরুপর্য্যায়ভুক্ত), আর আমি হইলাম তাঁহার শিষ্য—(শিষ্যস্থানীয়); গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে কোনও বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে তাহার বিচারে শিষ্যেরই পরাজয় হইয়া থাকে; এই নীতি-অনুসারে ভারতীর জয় এবং আমার পরাজয় অস্বাভাবিক নহে।” প্রভু এস্থলে নিজেকে ভারতীর শিষ্য বলিয়া ভারতীকে বড় করিলেন।

১৬৮-৭০। প্রভুর কথা শুনিয়া ভারতী আবার বলিলেন—“তুমি যে পরাজিত হইয়াছ, তাহা ঠিক; তবে পরাজয়ের যে হেতু তুমি বলিলে, তাহা ঠিক নহে; তুমি আমার শিষ্য বলিয়া তুমি পরাজিত হও নাই। তুমি ব্রহ্ম—ভগবান্; আমি তোমার আশ্রিত—সেবক; আশ্রিত-বাৎসল্য তোমার স্বভাব—স্বরূপানুবন্ধি গুণ; এই আশ্রিত-বাৎসল্যবশতঃ আশ্রিত-দাসের নিকটে পরাজয় স্বীকার করাও তোমার স্বভাব; এই স্বভাববশতঃই তোমার দাস আমার নিকটে তুমি পরাজিত হইলে।” **ভক্ত-ঠাঁই**—তোমার ভক্তের—সেবকের নিকটে। **হার**—পরাজিত হও; পরাজয় স্বীকার কর।

বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার।
ইঁহা দেখি সেই দশা হইল আমার॥ ১৭১

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ (৩।১।২০)

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অদ্বৈতেতি শান্দং জ্ঞানমুক্তং স্বানন্দেতি স্বানুভবপর্য্যন্তং স্বানন্দ এব সিংহাসনং তত্র লব্ধা দীক্ষা পূজা যৈরিত্যর্থঃ দীক্ষ-মৌণ্ড্যেত্যাদি-ধাতুগণাৎ। ব্যাজস্তুতিরিয়ম্। শ্রীজীব। ৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ভারতী আরও বলিলেন—"তুমি যে ভগবান্, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তোমার প্রভাবেই তাহা বুঝা যাইতেছে। তোমার এই প্রভাবের কথা বলি শুন। জন্মাবধিই আমি নিরাকার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া আসিতেছি; কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের—বা কোনও সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপের কথা ভাবি নাই; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমার দর্শনমাত্রেই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেন আমার সাক্ষাতে উপনীত হইলেন বলিয়া আমার অনুভব হইতেছে; তদবধি আমার মুখে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হইতেছে, মনে কৃষ্ণের রূপ স্ফুরিত হইতেছে, চক্ষুর সাক্ষাতেও যেন কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকাশিত হইতেছে; আরও আশ্চর্য্যের বিষয়—আমার মনে ও নয়নে যে কৃষ্ণরূপ স্ফুরিত হইতেছে, তোমাকেও যেন ঠিক সেই কৃষ্ণের মতনই মনে হইতেছে—তাই আমার চিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে তোমার সেই অপরূপ মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত!"

তদ্রূপ—কৃষ্ণরূপ; আমার মনে ও নেত্রে যে কৃষ্ণরূপ স্ফুরিত হইতেছে, সেই কৃষ্ণের ন্যায়। **হৃদয় সতৃষ্ণ**—তোমার বা কৃষ্ণরূপের মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত আমার উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে।

যিনি কখনও কৃষ্ণরূপের কথা চিন্তা করাও সঙ্গত মনে করিতেন না, সর্ব্বদা নিরাকার ব্রহ্মেরই ধ্যান করিতেন, প্রভুর প্রভাবে—শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের নিমিত্ত আজ তাঁহার বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যে পরমব্রহ্ম—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ইহাই তাহার প্রমাণ; কারণ, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অপর কাহারও ঈদৃশী শক্তি থাকিতে পারে না।

১৭১। ভারতী গোস্বামী বলিলেন—"বিল্বমঙ্গল-ঠাকুর নিজের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে আমারও সেই অবস্থা হইল।"

বিল্বমঙ্গলের অবস্থার কথা তাঁহার নিজের ভাষাতেই পরবর্ত্তী শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অদ্বৈতবীথীপথিকৈঃ (অদ্বৈতমার্গাবলম্বী সাধকগণ কর্ত্তৃক) উপাস্যাঃ (পূজ্য), স্বানন্দ-সিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ (নিজানন্দ-সিংহাসনে পূজাপ্রাপ্ত) বয়ং (আমরা) কেন অপি (কোনও) গোপবধূবিটেন (গোপবধূ লম্পট) শঠেন (শঠকর্ত্তৃক) হঠেন (বলপূর্ব্বক) দাসীকৃতাঃ (দাসরূপে পরিণত হইলাম)।

অনুবাদ। আমরা অদ্বৈত-পথের পথিকগণের আরাধ্য ছিলাম এবং নিজানন্দ-সিংহাসনে পূজা লাভ করিতাম; অহো! কোনও গোপবধূ-লম্পট শঠ বলপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার দাস করিয়া ফেলিয়াছেন। ৬

অদ্বৈত-বীথীপথিকৈঃ—অদ্বৈতরূপ (নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ) বীথীর (পথের) পথিকগণ কর্ত্তৃক; যে সকল জ্ঞানমার্গের সাধক নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে রত, তাঁহাদিগকর্ত্তৃক **উপাস্যাঃ**—আরাধ্য (যাঁহারা জ্ঞানমার্গের উপাসক, তাঁহারা সকলেই আমাদিগকে পূজা করিতেন; অর্থাৎ আমরা জ্ঞানমার্গের সাধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলাম)। **স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ**—স্বানন্দরূপ (ব্রহ্মের অনুভবজনিত আনন্দরূপ) সিংহাসনে লব্ধ (প্রাপ্ত) হইয়াছে দীক্ষা (বা পূজা) যাহাদিগকর্ত্তৃক, তদ্রূপ **বয়ম্**—আমরা। জ্ঞানমার্গের সাধনের প্রভাবে আমরা ব্রহ্মের অনুভবজনিত আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম বলিয়াই সকলে মনে করিত, ব্রহ্মানুভবই জ্ঞানমার্গের সাধকদের যথাবস্থিত দেহে

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

চরম কাম্যবস্তু; আমরা তাহা লাভ করিয়াছি বলিয়া সকলে মনে করিত এবং তাই আমরা সকলের চক্ষুতে অদ্বৈত-বাদীদের মধ্যে রাজার ন্যায় অতি উচ্চ ও গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত ছিলাম এবং তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকটে যথেষ্ট শ্রদ্ধা, সম্মান এবং পূজাও আমরা পাইতাম; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের কথা এবং কি আক্ষেপের কথা—এবম্বিধ আমরাও কোনও এক শঠ-চূড়ামণি **গোপবধূবিটেন**—গোপস্ত্রী-লম্পটকর্ত্তৃক **হঠেন**—আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁহাকর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক **দাসীকৃতাঃ**—দাসরূপে পরিণত হইলাম। ছিলাম আমরা একটী সাধক-সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজার সম্মানে সম্মানিত; কিন্তু হইয়া গেলাম এখন দাস! তাহাও আবার একজন ধূর্ত্ত শঠলোকের দ্বারা। কেবল ইহাই নহে—সেই ধূর্ত্ত শঠ লোকটী হইতেছেন—গোপস্ত্রী-চৌর!! ইহা অপেক্ষা আমাদের আক্ষেপের বিষয় আর কি আছে!!!

এই শ্লোকটী ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি—মাত্র। শ্লোকটীর যথাশ্রুত অর্থে মনে হয়—বক্তা নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথাই যেন আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন, অদৃষ্টের **নিন্দা** করিতেছেন—"যার সমান আর দ্বিতীয় পন্থা নাই, এমন অদ্বৈত-মার্গের রাজা ছিলাম, ব্রহ্মানন্দ অনুভবের সম্মান লাভ করিতাম; অদৃষ্টগুণে, নিজেদের অনিচ্ছায়—হইয়া গেলাম একজন শঠ-লম্পটের দাস!! ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?"—ইহাই যথাশ্রুত নিন্দাবাচক অর্থ। কিন্তু এই শ্লোকটীর প্রকৃত অর্থ হইতেছে বক্তার সৌভাগ্যের **স্তুতি**—"যাহাতে ক্ষুদ্র জীব নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করিয়া কেবলমাত্র অপরাধে লীন হয়, আমরা সেই অদ্বৈতমার্গে—নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকিয়া, জীবের স্বরূপ-তত্ত্বকে উল্টাইয়া দিয়া, পরমব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া কেবল অপরাধ-পঙ্কেই আমরা আমাদিগকে নিমজ্জিত করিতেছিলাম; সেখানে আমরা শ্রদ্ধা, সম্মান—পূজা পাইতাম বটে; কিন্তু সেই শ্রদ্ধা-সম্মানাদি দেখাইত কাহারা? যাহারা আমাদেরই ন্যায় জীবকে ব্রহ্মরূপে কল্পনা করিয়া অপরাধে লীন হইতেছিল—তাহারা; অপরাধ-পঙ্কে নিমগ্নতাকেই আমাদের ন্যায় জ্ঞানিম্মন্য অজ্ঞলোকগণ না জানিয়া সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া মনে করিত; আমরা যাহাদের সম্মান পাইতাম, আমাদিগকে তাহাদের অপেক্ষা অপরাধ-পঙ্কে অধিকতর নিমগ্ন দেখিয়াই তাহারা আমাদিগকে সম্মান করিত—তাহাদের এই শ্রদ্ধা-সম্মান আমাদের দুর্দ্দশার—মন্দভাগ্যেরই পরিচায়ক ছিল। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম—বৈচিত্রীহীন আনন্দ-সত্তামাত্র। সেই আনন্দ-সত্তাই আমাদের লক্ষ্য ছিল; কিন্তু ব্রহ্মের সবিশেষ-স্বরূপের কৃপা ব্যতীত সেই আনন্দ-সত্তারূপ ব্রহ্মের অনুভবও সুদুর্ল্লভ; সবিশেষ-স্বরূপকে মায়িক বিগ্রহ বলিয়া আমরা যে অপরাধ করিয়াছিলাম, সেই অপরাধই সবিশেষ-স্বরূপের কৃপালাভের পথে আমাদের পক্ষে পর্ব্বত-প্রমাণ দুর্ল্লঙ্ঘ্য বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইল; প্রকৃত ব্রহ্মানন্দের অনুভব আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। কিন্তু—নিজেদিগকেই প্রকৃত-সাধন-মার্গে অবস্থিত মনে করিয়া, কেবলমাত্র বাক্‌পটুতার জোরে ভক্তির অনুকূল—জীবের স্বরূপ-তত্ত্বের অনুকূল—দ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া, ভগবদ্‌বিগ্রহের সচ্চিদানন্দময়ত্ব খণ্ডন করিয়া, ভক্তিমার্গের অকিঞ্চিৎকরতা প্রতিপন্ন করিয়া এবং নিজেদের অধঃপতনজনক এতাদৃশ আরও অনেক কাজ করিয়া নিজেদের দম্ভ ও অহঙ্কারের তৃপ্তিমূলক যে আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতাম, সেই আত্মশ্লাঘাকেই—সেই আত্মবঞ্চনাকেই, স্বানুভবানন্দ বা ব্রহ্মানন্দ মনে করিয়া আমরা ভাবিতাম—আমরা সাধনে সিদ্ধ হইয়াছি, সাধন-জগতের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছি; কিন্তু ইহা যে আমাদের দুরদৃষ্টের চরম-বিকাশ—দম্ভ-মোহাচ্ছন্ন আমরা তাহাও বুঝিতে পারিতাম না। এরূপ যখন আমাদের অবস্থা, তখন সেই কোটি-মন্মথ-মদন রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ—স্বীয়-পতিত-পাবন-গুণে তাঁহার অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্য-সম্ভারের পূত-স্নিগ্ধ জ্যোতিঃপুঞ্জ বিকীর্ণ করিয়া আমাদের সাক্ষাতে দয়া করিয়া উপস্থিত হইলেন; তৎক্ষণাৎ তাঁহার মাধুর্য্য-কিরণ-জালের অনির্ব্বচনীয় প্রভাবে আমাদের দম্ভ, অহঙ্কার—আমাদের পর্ব্বত-প্রমাণ অজ্ঞতারাশি—আমাদের সূচীভেদ্য মোহান্ধকার—চক্ষুর নিমিষে তিরোহিত হইয়া গেল; তখনই আমরা বুঝিতে পারিলাম—তিনি কত মহান্, আর আমরা কত ক্ষুদ্র! পর্ব্বত-প্রমাণ চুম্বক-স্তূপের সাক্ষাতে ক্ষুদ্র লৌহকণিকা যেমন কিছুতেই স্বস্থানে স্বীয় অবস্থিতি রক্ষা করিতে পারে না, তাঁহার মাধুর্য্য-সম্ভারের সাক্ষাতে আমরাও আর নির্ব্বেদ ব্রহ্মধ্যানে আমাদের মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না—আমাদের দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই প্রবল বেগে ধাবিত হইয়া সেই মাধুর্য্যবিগ্রহের পদতলে

প্রভু কহে—কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয়।
যাহাঁ নেত্র পড়ে তাহাঁ শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয় ॥ ১৭২

ভট্টাচার্য্য কহে—দোঁহার সুসত্য বচন।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন ॥ ১৭৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

আত্মসমর্পণ করিল, তাঁহার চরণসেবার সৌভাগ্য লাভের জন্য আমাদের উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরম-রসিক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নখকোণের কিরণ-চ্ছটায় যে আনন্দের লহরী খেলিয়া যায়, তাহার তুলনায়ও ব্রহ্মানন্দ—মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের তুলনায় খদ্যোতক-তুল্য। আর গোপীজন-বল্লভের অসমোর্দ্ধ-মাধুর্য্যময়ী লীলার কথা—যে লীলারসের আস্বাদনে লুব্ধ হইয়া নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠের সুখৈশ্বর্য্য-পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যায় রত হইয়াছিলেন—সেই লীলার কথা আর কি বলিব? পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার দাসশ্রেণীভুক্ত করিয়া সেই লীলারস-আস্বাদনের সুযোগ দিয়াছেন। অদ্বৈতমার্গে সকলের পূজা পাইয়া যে সুখ অনুভব করিতাম, এখন দেখিতেছি—কৃষ্ণদাস্যের আনন্দের তুলনায়, তাহাতো মহাসমুদ্রের তুলনায় সূচ্যগ্রস্থিত জলবিন্দুবৎ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, নিতান্ত নগণ্য। কৃষ্ণদাসের কি ভাগ্যের সীমা আছে? যিনি ত্রিভুবনে অজিত, যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর, যিনি স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান্, অদ্বৈত-মার্গাবলম্বীদের ধ্যেয় ব্রহ্ম যাঁহার অঙ্গকান্তিমাত্র, যাঁহার চরণ-সেবার সৌভাগ্য লাভের জন্য ব্রহ্ম-রুদ্রাদি দেবগণ সর্ব্বদা লালায়িত—ভক্তবৎসল সেই কৃষ্ণচন্দ্র জিত হইতে পারেন—একমাত্র তাঁহার দাসের দ্বারা; স্বতন্ত্র হইয়াও তিনি অধীনতা স্বীকার করেন একমাত্র তাঁহার দাসের নিকটে। "কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ। আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ॥ আত্মা হৈতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানে। ১৬৮৭-৮৮॥" শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া অযাচিতভাবে আমাদিগকে তাঁহার এতাদৃশ ভক্তপদ দিয়াছেন—ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের আর কি হইতে পারে?

এই শ্লোকের উল্লেখে ব্রহ্মানন্দ-ভারতীরও অভিপ্রায় এই যে—"আমিও নিরাকারের ধ্যান করিতাম, নির্ভেদ ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতাম, রসিকেন্দ্র-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কথা ভুলেও মনে করিতাম কিনা সন্দেহ; কিন্তু প্রভু, তোমার কৃপায় আমার মনে-নেত্রে মাধুর্য্যবারিধি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের রূপ স্ফুরিত হইতেছে এবং সেই মাধুর্য্যসুধা পান করিবার নিমিত্ত চিত্ত সতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আমার দশাও তোমার কৃপায় বিল্বমঙ্গলের মতনই হইল।"

১৭২। ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর (১৬৯-৭১ পয়ারোক্ত) কথা শুনিয়া প্রভু আত্মগোপনার্থ বলিলেন—"ভারতী, আমাকে দেখিয়া যে তোমার মনে-নেত্রে শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরিত হইতেছেন এবং আমাকেও যে তুমি কৃষ্ণের তুল্যই দেখিতেছ, তাহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই—উহা আমার প্রভাব-বশতঃ নহে, ইহা তোমারই মহিমা। শ্রীকৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রীতি; তাই সর্ব্বত্রই তোমার শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ হইতেছে; যাঁহারা পরমভাগবত, ইষ্টদেবে যাঁহাদের গাঢ় অনুরাগ, তাঁহারা যে বস্তুর দিকেই নয়ন ফিরান না কেন, সেই বস্তুর স্বরূপ তাঁহারা দেখিতে পায়েন না, সর্ব্বত্রই তাঁহারা কেবল স্বীয় ইষ্টদেবের স্ফূর্ত্তিই দেখিয়া থাকেন। ভারতী, তোমার অবস্থাও তাহাই হইয়াছে।" ২।৮।২২৫-২৭ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

১৭৩। ভারতীর ও প্রভুর কথা শুনিয়া আবার মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ পূর্ব্বক সার্ব্বভৌম বলিলেন—তোমাদের উভয়ের কথাই সত্য। ভারতী যে বলিয়াছেন, "তোমাকে তদ্রূপ দেখি—প্রভুর রূপ ও কৃষ্ণের রূপ একই রকম দেখিতেছি"-একথাও সত্য; আর প্রভু যে বলিতেছেন—গাঢ়প্রেমাবশতঃ "যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়।" একথাও সত্য—চক্ষুর অগ্রভাগে যদি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ দর্শন দেন, তাহা হইলে "যাহাঁ নেত্র পড়ে, তাহাঁ শ্রীকৃষ্ণ" তো স্ফুরিত হইবেনই।

সার্ব্বভৌমের উক্তির মর্ম্ম এই যে—"প্রভু, শ্রীকৃষ্ণরূপে তুমি ভারতীর চক্ষুর সম্মুখে তাঁহাকে দর্শন দিতেছ বলিয়াই ভারতীর কৃষ্ণ-স্ফুরণ হইতেছে, তুমিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ—পরব্রহ্ম।"

প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার।
ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার॥ ১৭৪

প্রভু কহে—'বিষ্ণু বিষ্ণু' কি কহ সার্ব্বভৌম।
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥ ১৭৫

এত বলি ভারতী লঞা নিজ বাসা আইলা।
ভারতী গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা॥ ১৭৬

রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য।
প্রভু-পাশে রহিলা দোঁহে ছাড়ি অন্য কার্য্য॥ ১৭৭

কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিঞা প্রভু রাখিল নিজস্থানে॥ ১৭৮

প্রভুরে করান লঞা ঈশ্বর-দর্শন।
আগে লোকভীড় সব করে নিবারণ॥ ১৭৯

যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয়।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাহাঁ তাহাঁ হয়॥ ১৮০

সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে।
প্রভু কৃপা করি সভারে রাখিলা নিজস্থানে॥ ১৮১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

১৭৪। সার্ব্বভৌম আরও বলিলেন—"ভারতীর যে গাঢ় প্রেম আছে, তাহাও সত্য; কারণ, তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত তোমাকে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপেই দেখিতে পাইতেছেন; প্রেম না থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিলেও কেহ তাঁহাকে দেখিতে পায় না। শ্রীকৃষ্ণের দর্শন কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই সম্ভব হইতে পারে। "যস্য প্রসাদং কুরুতে স বৈ তং দ্রষ্টুমর্হতি॥—মহাভারত শান্তিপর্ব্ব। ৩৩৮।১৬।"

সার্ব্বভৌমের এই উক্তির মর্ম্ম এই যে—প্রভুই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, প্রভুর কৃপাতেই ভারতী প্রভুকে কৃষ্ণরূপে দেখিতে পাইতেছেন।

১৭৫। প্রভু আত্মগোপনার্থ ভক্তভাবে নিজেকে জীব বলিয়াই পরিচিত করিতে চাহেন; ভক্তি-শাস্ত্রানুসারে জীবকে কৃষ্ণ বলা অপরাধ-জনক; সার্ব্বভৌম প্রভুকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন—তাই প্রভু মনে করিলেন, ঐ কথা শুনাতেও প্রভুর অপরাধ হইয়াছে। তাই সেই অপরাধ খণ্ডনের জন্যই প্রভু যেন "বিষ্ণু বিষ্ণু" উচ্চারণ করিলেন। বিষ্ণু স্মরণ করিয়া প্রভু সার্ব্বভৌমকে বলিলেন—"ছি ছি! সার্ব্বভৌম, তুমি এ কি বলিতেছ? স্তুতির নিমিত্ত তুমি আমাকে কৃষ্ণ বলিতেছ; কিন্তু সার্ব্বভৌম, আমি তো ক্ষুদ্র জীব; আমাকে কৃষ্ণ বলা যে অতিস্তুতি হইয়া গেল; অতিস্তুতি যে নিন্দারই লক্ষণ।" **অতিস্তুতি** ইত্যাদি—যে যাহা নয়, তাহাকে বাড়াইয়া তাহা বলাই অতিস্তুতি এবং এরূপ অতিস্তুতি মিথ্যাস্তুতি বলিয়াই নিন্দার মধ্যে পরিগণিত হয়। যে ব্যক্তি দরিদ্র, ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে রাজা বলিলে ঠাট্টা করাই হয়; ইহা অতিস্তুতি বটে এবং তাই নিন্দাও বটে।

১৭৮। কাশীশ্বর—পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩১ পয়ারে গোবিন্দের উক্তি হইতে জানা যায়, ইনিও শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক ছিলেন। **সম্মান করিয়া**—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সেবক বলিয়া প্রভু কাশীশ্বরকে সম্মান করিলেন। **নিজস্থানে**—প্রভুর নিজের নিকটে।

১৭৯। প্রভু যখন জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেন, কাশীশ্বর প্রভুর আগে আগে যাইতেন; প্রভুর সম্মুখে লোকের ভিড় থাকিলে তিনি সেই ভিড় সরাইয়া প্রভুর চলার সুবিধা করিয়া দিতেন।—ইহাই ছিল কাশীশ্বরের প্রধান সেবা।

১৮০-৮১। সমস্ত নদ-নদীই যেমন সমুদ্রে যাইয়া মিলিত হয়, তদ্রূপ যেখানে যত ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নীলাচলে আসিয়া প্রভুর চরণ-সন্নিধানে একত্রিত হইলেন। প্রভুও কৃপা করিয়া সকলকে নিজের নিকটে রাখিয়া কৃতার্থ করিলেন।

নদ-নদীর সঙ্গে ভক্তের এবং সমুদ্রের সঙ্গে প্রভুর উপমা দেওয়ায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে—সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া মেঘরূপে পরিণত হইয়া তাহাই যেমন আবার বৃষ্টিরূপে নদীর কলেবর পুষ্ট করে এবং নদীর জলরূপে

এইত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন।
ইঁহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১৮২

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৮৩

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণব-মিলনং নাম দশমপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সমুদ্রের উচ্ছ্বাস বৃদ্ধি করে—তদ্রূপ স্বয়ং ভগবান্ হইতে হ্লাদিনীশক্তি ভগবান্ কর্ত্তৃকই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তহৃদয়ে পতিত হয় এবং ভক্তহৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমরূপে পরিণত হইয়া ভক্তের ভক্তিকে পুষ্ট করে; এবং এই প্রেমভক্তিই আবার ভক্তকর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণে প্রয়োজিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ-বৈচিত্রী বিধান করিয়া থাকে।